CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-46 ■ 20 November, 2025 ■ আগরতলা ২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

নীতীশ কুমারের পদত্যাগ

আজ দশমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নেবেন শপথ

পাটনা, ১৯ নভেম্বর ।। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এনডিএ বিধায়কদলীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে জোটনেতা নির্বাচিত হওয়ার পর রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। একইসাথে নতুন সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে এনডিএ জোটের সমর্থনপত্র জমা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি নজিরবিহীন দশমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন।

এদিন বৈঠক শেষে নীতীশ কুমার জানান, আমি বিহার বিধানসভার সেন্ট্রাল হলে অনুষ্ঠিত এনডিএ বিধায়কদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। বৈঠক শেষে তিনি রাজভবনে সমর্থনপত্র জমা দেন এবং নতুন সরকার গঠনের দাবি জানান।

এনডিএ বৈঠকে এলজেপা (রামবিলাস) প্রধান চিরাগ পাসওয়ান বিহারের জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নীতীশই হবেন নেতা। উপেন্দ্র কুশওয়াহা মহিলাভোটারদের বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই ঐতিহাসিক জয়ের পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কাজ। পাশাপাশি জোটের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সমন্বয়ের বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন। হাম প্রধান জিতন রাম মাঝি বলেন, বিশ্বে এমন উদাহরণ হয়তো বিরল, ২০ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকেও যিনি কোনও বিরোধিতার মুখোমুখি হননি। নীতীশ কুমারের মতো নির্ভীক, সৎ নেতা আর নেই।"

এর আগে জেডিইউ বিধায়কদের বৈঠকে নীতীশ কুমারকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। ইতোমধ্যেই পাটনায় পৌঁছে গেছেন বিজেপির বিহার নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং উত্তর প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য।

২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায় এনডিএ পেয়েছে ২০২টি আসন। ৮৯টি আসন নিয়ে বিজেপি হয়েছে একক বৃহত্তম দল, জেডিইউ পেয়েছে ৮৫টি। চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি (আরভি) ১৯, হাম ৫ এবং আরএলএম ৪টি আসন পেয়ে জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরও মজবুত করেছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে পাটনার গান্ধী ময়দানে নীতীশ কুমার শপথ নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সহ এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাও অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে জানা গেছে।

এদিকে, শপথের আগের দিন থেকেই মন্ত্রিসভার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় রেলস্টেশনে নাবালক শিশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। আজ দুপুরে বিশালগড় রেলস্টেশনে এক নাবালক শিশুর উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা রেল লাইনের ট্র্যাকের মধ্যে শিশুটিকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হন।

পরবর্তীতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্থানীয়রা শিশুটিকে রেলস্টেশনের জিআরপি থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। পুলিশ শিশুটিকে নিরাপদ স্থানে রেখে তার পরিচয় ও পারিবারিক পরিস্থিতি যাচাই করছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শিশু উদ্ধার হওয়ায় তারা বেশ স্বস্তি অনুভব করেছেন। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করছে এবং আশ্বস্ত করেছে যে, শিশুটির সুষ্ঠু নিরাপত্তা ও যত্নের ব্যবস্থা করা হবে।

ত্রিপুরায় আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এছাড়া, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৪০০-র অধিক বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হবে। গতকাল রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানাতে গিয়ে একথা বলেন। পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, সমবায় দপ্তরের অধীনে ৯৭টি শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে। এই শূন্যপদগুলির মধ্যে রয়েছে অডিটর, ইনভেস্টিগেটর, স্টেটিসটিক্যাল ইনভেস্টিগেটর। স্থির বেতনের ভিত্তিতে গ্রুপ-সি ভুক্ত পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে জে.আর.বি.টি.-র মাধ্যমে। তিনি জানান, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে ২৮টি আই.সি.ডি.এস. সুপারভাইজর পদে লোক নিয়োগ করা হবে। টি.পি.এসসি.-র মাধ্যমে এই নিয়োগ করা হবে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ১৪টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পদগুলি পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ১৪টি পদের মধ্যে রয়েছে- সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ার।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটে চুক্তির ভিত্তিতে ৮টি পদে ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং সাপোর্টিং স্টাফ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গতকাল মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আরও ১১৯টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নতুনভাবে খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নতুন ১১৯টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১১৯ জন অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার এবং ১১৯ জন অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার পদ সৃষ্টি করে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্মত্ত সারমেয়র কামড়ে আহত ১২, আতঙ্ক খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। খোয়াই শহরে এক উন্মত্ত সারমেয়র তাণ্ডবে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। আজ সকালে থেকে সারমেয় শহরের বিভিন্ন এলাকায় দৌড়ে ঘুরে প্রায় ১২জনকে কামড়ে জখম করে। ওই ঘটনার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। পথচারীরা রাস্তায় বেরোতে দ্বিধা বোধ করছেন। শেষে স্থানীয় জনগণ গণকী এলাকায় সারমেয়কে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

সারমেয় একে একে বিএসএফ জওয়ান, শিক্ষার্থী, মহিলা সহ মোট বারো জনকে কামড়ে রক্তাক্ত করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা খোয়াই জুড়ে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। ঘটনার পর তাদের খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে নারী ও বৃদ্ধই বেশি রয়েছে। জানা গিয়েছে, শেষে স্থানীয় জনগণ গনকী এলাকায় সারমেয়টিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

স্বচ্ছ ও নির্ভুল বিদ্যুৎ পরিষেবায় শুরু হল স্মার্ট প্রিপেইড মিটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের আগরতলা ১ নম্বর সার্কেলের অফিস সমূহ বুধবার পোস্টপেইড থেকে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার ব্যবস্থায় পা রাখল। নিগমের কর্পোরেট কার্যালয়ের এনওএমসি কক্ষে এই ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু, এজিএম রেভিনিউ মিতা সাহা, এজিএম ডিপিএনসি শিশির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেলাঘরে গর্ভবতী সারমেয়কে বিষপ্রয়োগে হত্যার অভিযোগ বিচার চেয়ে থানায় আর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। মেলাঘর থানায় এক হৃদয়বিদারক ঘটনার অভিযোগ জানালেন সারমেয় - র মালিক ঝুটন বিশ্বাস। গর্ভবতী সারমেয়টিকে কোলে নিয়ে থানায় পৌঁছে তিনি জানান, বাগমা কলোনী এলাকায় তাঁর পোষ্যটিকে পরিকল্পিতভাবে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে কয়েকজন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন্মবার্ষিকীতে ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর ।। বুধবার ১৯ নভেম্বর প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর টুইটে লেখেন, 'প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।'

ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দুই দফায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শাসনকালে তিনি বিদেশমন্ত্রক, গৃহমন্ত্রক, পারমাণবিক শক্তি এবং মহাকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সালে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়ে তিনি একাধিকবার লোকসভায়ও নির্বাচিত হন, বিশেষ করে ১৯৮০ সালে রায়বেরালি এবং মেদক থেকে জয়লাভ করেন।

কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা আজ ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতিতে দিল্লির শক্তি স্থলে ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতারা এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর এলাহাবাদে (বর্তমান প্রয়াগরাজ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং কামলা নেহরুর কন্যা। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা ইন্দিরা গান্ধী পরবর্তীকালে কংগ্রেসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন, যেমন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৭৮) এবং অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মহিলা বিভাগের প্রধান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে তিনি ১৯৬৪ সালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হিসেবে প্রথম মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। এছাড়া, আজকের দিনটি ভারতীয় জাতীয় একীকরণ দিবস হিসেবে পালিত হয়, যা ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে জাতির ঐক্য এবং সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে। বিভিন্ন সচেতনতা কার্যক্রম এবং অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে এই দিনটি পালন করা হয়।

ইন্দিরা গান্ধী পেয়েছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীপান্বিতার মৃত্যু ঃ পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

এগিয়ে এলেন সাংসদ সহ বিশিষ্টজনেরা
শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশন এসএফআই -র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মিডিয়াম বিদ্যালয়ের ৮ বছর বয়সি দীপান্বিতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, স্কুল শিক্ষিকার অমানবিক আচরণ ও নির্যাতনের জেরেই প্রাণ হারিয়েছে ছোট্ট দীপান্বিতা। শোকস্তব্ধ পরিবার বিচার দাবি করেছে।

ঘটনার পর আজ নিহত শিশুটির বাড়িতে যান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরিজনদের অভিযোগ ও ঘটনার বিবরণ মনোযোগ দিয়ে শোনেন তিনি।

এদিন দীপান্বিতার বাড়িতে যান সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যও। তিনি শিশুটির বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন, পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানান। পাশাপাশি তিনি জানান, বিষয়টি অত্যন্ত মর্মান্তিক, এবং শিশুর আত্মার সদগতি কামনা করেছেন। এদিন দীপান্বিতার বাড়িতে গেছেন প্রদেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের অপদার্থতা ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার জেরে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শান্তিরবাজারের ব্যবসায়ীরা ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। সরকারের অপদার্থতা ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার জেরে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শান্তিরবাজারের ব্যবসায়ীরা। আজ কমলপুর মহকুমা শান্তিরবাজার পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী।

প্রসঙ্গত, গত ২৩ অক্টোবর তিপরা সিভিল সোসাইটির ডাকা বনধের সমর্থকরা দোকান পাট লুট মারধর করে, গাড়িতে আ*গুন ধরিয়ে দেয়, এবং বহু দোকান ভাঙ*চুর করে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জাতি জনজাতির বহু ব্যবসায়ী ও সাধারন মানুষ। আজ বিরোধী দল নেতা জীতেন চৌধুরী শান্তির বাজারের ব্যবসায়ী ও এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেন। সাথে ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য সুধন দাস, রাজ্যের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রতন দাস,

রাজ্যের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রাধা চরন দেববর্মা, ধলাই জেলার পার্টির সম্পাদক অঞ্জন দাস প্রমুখ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, ধলাই জেলার শান্তিরবাজারে সিভিল সোসাইটির ডাকা বন্ধের নামে তিপরা মথা কর্মীরা বাজারে যে তান্ডব চালিয়েছে তাতে ব্যবসায়িকরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিজেপির কর্মীরাও পাল্টা হামলা চালিয়েছে। আসলে বন্ধের আড়ালে বিজেপি ও তিপরা মথা রাজ্যে জাতি জনজাতিদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিল। যার ফলস্বরূপ শান্তিরবাজারে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

তাঁর দাবি, বন্ধের দিন শুরুতেই আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

একপ্রকার পিকেটিংদের সর্মথন করেছে প্রশাসন। সরকারের উদাসীনতা এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার কারণেই ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সরকারের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে কিন্তু তা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে আসা সম্ভব হবে না। তাই রাজ্য সরকারের কাছে পুনরায় আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

স্কুটির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত ১, গুরুতর আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ নভেম্বর।। শান্তির বাজার মহকুমার দশমী রিয়াংপাড়া ব্রীজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন একজন, আহত হলেন আরও একজন। বুধবার বিকেল আনুমানিক ৩টা ৫০ মিনিট নাগাদ টি আর—০৮—জি—৬৫৩৫ নম্বরের একটি স্কুটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয়দের বক্তব্য, একটি ট্রাক দ্রুতগতিতে স্কুটিটিকে সজোরে ধাক্কা মেরে দ্রুত পালিয়ে যায়। ধাক্কার তীব্রতায় স্কুটিতে থাকা দুইজনই জাতীয় সড়কে ছিটকে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়।

অপরজনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার পুকুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশের পুকুর থেকে এক যুবকের রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম কিরণ মাঝি, বাড়ি বিহারে। তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে গন্ডাছড়ার একটি ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে এসেছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৭ নভেম্বর থেকে কিরণ মাঝি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৪ দফা দাবি নিয়ে মহাকরণে অর্থমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর।। ১৪ দফা দাবি নিয়ে মহাকরণে অর্থমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘ। অষ্টম পে কমিশনের ইঙ্গিত দিলো অর্থমন্ত্রী। বুধবার বেলা ১২ টায় রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘ- ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘের সভাপতি- দীপন ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক-সমর সূত্রধর, সহ-সভাপতি- শিবু রঞ্জন ভৌমিক, অফিস সম্পাদক- দুলাল মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ- প্রদীপ দেবনাথ সহ মোট পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের সমস্ত অংশের শিক্ষক-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রানজিৎ সিংহ রায়ের সঙ্গে এক ডেপুটেশনে মিলিত হন।

১৪ দফা সম্বলিত একটি দাবীসনদ উনার হাতে তুলে দেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রী, দাবীগুলির মুক্তিকতা শুনেন এবং উনি স্বীকার করেন যে, আমাদের উত্থাপিত দাবীগুলি প্রত্যেকটি যথাযথ ও সময় উপযোগী। অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, উক্ত দাবীগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

দাবিগুলি হল অর্থ দপ্তরের সম্মতিসহ সকল প্রকার চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী বিশেষত ডিআর ডাবলু, পি টি ডব্লিউ, কেজুয়াল পার্মানেন্ট লেবার শ্রেণিভুক্ত কর্মীদের নিয়মিতকরতে হবে। কেন্দ্র সরকারের ৮ম বেতন কমিশনের ধাঁচে একটি পূর্ণাঙ্গবেতন কমিশন গঠনকরতে হবে। ১৬তম অর্থ কমিশনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বকেয়া ২২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা এবং মহার্ঘ্য ভাতা রিলিফ প্রদান করতে হবে।৭ম বেতন কমিশনের নীতি অনুযায়ী বকেয়া সকল ভাতা ইত্যাদি পূর্ববর্তী সময় থেকে কার্যকর করতে হবে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষা অভিযান-এর শিক্ষকদের অবিলম্বে নিয়মিতকরতে হবে।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 19-11-2025, 23:39

জাগরণ আগরতলা,২০ নভেম্বর,২০২৫ ইং
৩ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নেশার কবলে যুবসমাজ

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্লোগান যেন স্লোগান সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবে নেশার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে গোটা যুবসমাজ। গৃহবধূরাও খাবডুবু খাইতেছে নেশার কবলে। স্কুল কলেজ পরওয়ারা নেশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। গন্ধহীন ও সেরা পথে নেশা গ্রহণ পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। একাধিক সচেতনতা শিবির এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় একের পর এক এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির উপর ক্যাম্প করা হইলেও মরণব্যাধি এইডস দ্রুত ছড়াইতেছে দ্রুতগতিতে। কাঞ্চনপুর,আনন্দবাজা, থুমসরাইপাড়া এলাকার অবস্থা দিন দিন মারাত্মক হইতে। এইডসে আক্রান্তে উত্তর জেলার মধ্যে শীর্ষে দামছড়া। শিরাপথে মাদক নেওয়ার ফলে দ্রুতগতিতে ছড়াইছে এইডস সংক্রমণের রোগী। জনজাতি বাঙ্গালী বহু যুবতি গৃহবধূ শিরাপথে মাদকগ্রহন করায় তাহারা এইডসে আক্রান্ত হইতেছে। তাহাদের একটা ছোট অংশ যৌন কার্য্যকলাপে লিপ্ত থাকায় অনেক যুবকের শরীরে এইডস পাওয়া যাইতেছে। যাহা উদ্বেগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাহাড়ি জনপদে ব্যাপক বৃদ্ধি পাইয়াছে মরণব্যাধি এইডসের সংক্রমণ। গ্রাম পাহাড় সমতল সর্বত্র যুবতী কিশোরী এবং গৃহবধূ মহিলাদের শিরাপথে মাদক গ্রহন করিবার প্রবনতা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। উত্তরের দামছড়া, কাঞ্চনপুর এবং জম্পুই হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এইডসপ্রতিরোধে ওএসটি সেন্টার খোলা
হইয়াছে। কিন্তু ওএসটি গুলি মাদক সেবনকারী বা শিরাপথে মাদক নেওয়া নেশা গ্রস্থ যুবক যুবতী গৃহবধূদের যাওয়ার কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। বর্তমানে শিরাপথে মাদক গ্রহনকারী যুবক যুবতীদের সংখ্যা প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে হু হু করিয়া বাড়িতেছে। এইডসের ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা এইডস দপ্তরের কর্মকর্তারা স্বীকার করিলেও এর প্রতিরোধে তেমন জুৎসই ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়িতেছে না। রাজ্য জুড়িয়া এইডস প্রতিরোধে রোডম্যাপ এখনো তৈরি হয় নাই।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িবার কারন শিরাপথে যুবক যুবতীরা প্রতিনিয়ত মাদক গ্রহন করায়।একদিকে শিরাপথে মাদক গ্রহন এবং গন্ধহীন গুড়ো নেশা সামগ্রী কিভাবে গোটা রাজ্যে শিক্ষিত প্রজন্মকে ধংস করিতেছে তাহা উত্তর জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মাদক ব্যবহারকারী যুবক যুবতীদের বায়োডাটা দেখিলেই প্রমাণিত। এলাকার মাদক ব্যবহারকারীরা অনেকেই এম এ, এগ্রি বি এস সি এবং কলেজের পাঠ অর্ধসমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় বন্ধুদের সাথে প্রথমবার একদিন শখ করিয়া ড্রাগস নিয়াছিল। পুজো পার্বন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মদের প্রচলন থাকায় তাহাদের একটু আকটু মদ খাওয়ার অভ্যাস ছিল । কিন্তু ড্রাগস থেকে তাহারা দূরে ছিলো। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়িয়া প্রথমবার ড্রাগস নেওয়ার পর তাহাদের নাকি মনে হইয়াছিল এই নেশায় তৃপ্তি আছে। ধীরে ধীরে সব কিছু ছাড়িয়া ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা। ক্রমশ নেশার চাহিদায় বর্তমানে শিরা পথে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নিতেছে তাহারা । এই নেশার কবলে পড়িয়া বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে একদিকে ড্রাগসের নেশা ,অন্যদিকে তাহাদের খরচ মিটাইতে মাদক সেবনকারিদের গোটা পরিবার সর্বশান্ত হইয়া পড়িতেছে । তাহাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে টানিয়া আনিবার কোন রোডম্যাপ তৈরি করিতে পারিতেছে না রাজ্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য এইডস কন্টোল বোর্ড। অথচ এর জন্য বৎসরে কোটি কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দ হইতেছে।

দেখা যাইতেছে বহু ড্রাগস আক্রান্ত পড়ুয়া বাড়ির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকিলেও কষ্ট করিয়া পড়াশোনা চালাইয়া যাইতেছিল। ভালো পড়াশোনা করিয়া সরকারি চাকুরী করিবার স্বপ্ন ছিল তাহাদের। কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া ড্রাগসের স্বাদ নিতে গিয়া তাহাদের জীবনটা অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু এই দুই চারজন মেধাবী যুবক নয় , শত শত শিক্ষিত যুবক যুবতী গন্ধহীন এবং শিরাপথে নেশার টানে ধংস হইয়া যাইতেছে। এক কথায় বতর্মান প্রজন্ম ড্রাগসের কবলে পড়িয়া বিনাশ হইয়া যাইতেছে। আর অভিভাবকেরা দিশাহারা। শিরা পথে ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস নিতে গিয়া এইডসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। স্কুল কলেজের বাথরুমে, মাঠে পাওয়া যাইতেছে ড্রাগস ব্যবহার করা সিরিঞ্জ। মারাত্মক অবস্থা চলিতেছে। গন্ধহীন মাদকের বিরুদ্ধে সরকারি ভাবে প্রচার চালানোর পরও দিন দিন মাদকের বাড়বাড়ন্তে অভিভাবকদের মধ্যে চিন্তার ভাজ, দিশেহারা অভিভাবকেরা। মাদক মুক্ত সমাজ, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা শ্লোগান যেন বিদ্রুপ করিয়া হাসিতেছে।

রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটি যেভাবে ঢাকঢোল পিটাইয়া তাহাদের প্রচার করিতেছে যদি তাহার অর্ধেকও কাজ করিত তাহা হইলে এইডস কিছুটা প্রতিরোধ করা যাইত বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সমাজ থেকে নেশার এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের পথে ধাবিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশ রাজ্য ও সমাজকে বাঁচাইতে হইলে সকলকে এই ব্যাপারে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

যেসব ঘটনা সিপাহিদের এত বড় বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছিল

সৌমিত্র শুভ

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চের বিকেল, ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় সেনাদের প্রশিক্ষণ চলছিল ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে। প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছিল 'বিতর্কিত' এনফিল্ড রাইফেল।

একজন সিপাহি প্রশিক্ষণের সময় চর্বিযুক্ত কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানান। তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ইংরেজ অফিসারকেই গুলি করে বসেন।

সেই সিপাহির নাম মঙ্গল পাণ্ডে। লেফটেন্যান্ট বফকে গুলি করার সময় সৈনিকদের কেউ কেউ তাকে আটকানোর চেষ্টা করলেও বাকিরা মঙ্গল পাণ্ডের পক্ষ নেন। পাঠ্যপুস্তক, ইতিহাসের বই আর চলচ্চিত্রের কল্যাণে এই গল্পটা প্রায় সবারই জানা। এই ঘটনার দেড় মাসের মধ্যে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়। ১০ই মে ব্রিটিশ ভারতের আরেক অংশে, মিরাটে চূড়ান্ত বিদ্রোহের আগে আরও অনেক গল্পের বিস্তার ঘটতে থাকে। তারই একটির বিবরণ পাওয়া যায় সেই সময়ের ব্রিটিশ লেখক জর্জ ডডের লেখায়। কলকাতার কাছাকাছি দমদমে একটি অস্ত্রাগারের ঘটনা এটি।

দ্বিতীয় বেঙ্গল গ্রেনেডিয়ার্সের একজন নিম্ন বর্ণের হিন্দু কর্মচারী, একজন উচ্চ বর্ণের সেপাইয়ের কাছে লোটা (পানির পাত্র) চান।

নিম্নবর্ণের হিন্দুর স্পর্শে লোটা 'অশুদ্ধ' হয়ে যাবে এমন ''শঙ্কায়'' আপত্তি জানান ব্রাহ্মণ সিপাহি।

এই প্রত্যাখ্যানে ক্ষুব্ধ হয়ে অপরজন জবাব মন্তব্য করেন, বর্ণ নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। ''কয়েকদিন সবুর করো, সাহেবরা যে শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে টোটা তৈরি করছে, তা যখন দাঁত দিয়ে কাটতে হবে, তখন দেখব তোমাদের জাত কোথায় থাকে?'' সেই লোটাপ্রার্থীর মুখের সংলাপটি বাঙালি লেখক প্রমোদ সেনগুপ্ত তার 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' বইয়ে এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন।

মি. সেনগুপ্ত জানাচ্ছেন, ''এই রূঢ় বাক্য এক ব্যারাক থেকে আর এক ব্যারাকে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, দেখতে দেখতে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।'' ঘটনাগুলোর বয়ানে মনে হতে পারে যে চর্বি মিশ্রিত টোটাই বুঝি সিপাহি বিদ্রোহের মূল কারণ।

কিন্তু এর পেছনে আরো অনেকগুলো কারণ এসে জমা হয়েছিল। যা সিপাহি তো বটেই সাধারণ মানুষের মনেও ক্ষোভ-হতাশার উদ্রেক করে।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদার (আর. সি. মজুমদার) ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধিতায় ধর্মীয় উদ্বেগকে স্থান দিয়েছেন তৃতীয় কারণ হিসেবে। প্রথমত রাজনৈতিক কারণই মুখ্য বলে মনে করেন তিনি। এরপরের কারণটি অর্থনৈতিক। আর চতুর্থ কারণ হিসেবে মি. মজুমদার উল্লেখ করেছেন ভিনদেশিদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সহজাত আদিম প্রবৃত্তিকে। কার্তুজে গরু-শূকরের চর্বি: গুজব নাকি সত্যি? ইতিহাসবিদদের অনেকেই কার্তুজের বিষয়টির সঙ্গে গুজব শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী তার ''সিপাহি যুদ্ধ ও বাংলাদেশ'' বইয়ে লিখেছেন, ''দমদম, আম্বেলা ও শিয়ালকোটে 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সময় গুজব রটে যে চর্বি মাখানো কার্তুজের মধ্যে গরু ও শুকরের চর্বি রয়েছে।'' বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়েও সেই সময়ে চর্বি সংক্রান্ত গুজবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের ব্রিটিশ শাসন অধ্যায়ে সিপাহি বিদ্রোহের কয়েকটি কারণের অন্যতম- কামান ও বন্দুকের কার্তুজ পিচ্ছিল করার জন্য গরুর এবং শূকরের চর্বি ব্যবহারের গুজব নিয়ে ধর্মীয় অশান্তি তৈরি। ব্রিটিশ ভারতের একজন সেনা কর্মকর্তা স্যার জন উইলিয়াম কায়ে সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে লিখেছেন 'আ হিস্ট্রি অফ দ্য সেপয় ওয়ার ইন ইন্ডিয়া'। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, শূকরের চর্বি সরবরাহ করা না হলেও গরুর চর্বি যে ব্যবহার করা হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ''কী ধরনের চর্বি ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে অর্ডন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে কোনো তথ্যও জানানো হয়নি।'' স্যার জন উইলিয়াম লিখেছেন, ''ছাগল বা ভেড়ার চর্বি ব্যবহার করলে ধর্মনাশের অভিযোগটা এড়ানো যেত। কিন্তু, অস্ত্র কারখানার কর্তাব্যক্তিরা ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো ফর্মুলা অনুসরণকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল।'' 'ফলে, সিপাহিগণ এই কার্তুজের প্রবর্তনকে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু মুসলমান উভয়ের ধর্ম নষ্ট করার প্রয়াস বলে মনে করে,'' লিখেছেন অধ্যাপক চক্রবর্তী। তবে সেবারই প্রথম কার্তুজের ব্যবহার নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয় তা নয়।

সমসাময়িক সাংবাদিক ও লেখক জর্জ ডড লেখা বইটির নাম ''দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ইন্ডিয়ান রিভোল্ট অ্যান্ড অফ দ্য এক্সপেডিশনসটু পারসিয়া, চায়না অ্যান্ড জাপান''।

এ বইয়ে জর্জ ডড জানাচ্ছেন, ১৮৫৩ সালের নথি বলছে ভারতে নিযুক্ত কমান্ডার ইন চিফ, বেঙ্গল আর্মির অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলকে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

চিঠির বিষয়বস্তু ছিল কার্তুজ ব্যবহারের সঙ্গে দেশীয় সৈনিকদের সংস্কারের সংঘাত নিয়ে যেন গভর্নর জেনারেলকে অবহিত করা হয়। এক পর্যায়ে, চর্বির বদলে অন্য যে কোনো গ্রিজ ব্যবহার করা যাবে এবং মুখের বদলে হাত দিয়ে ছিড়েও টোটা ব্যবহার করা যাবে এমন নির্দেশনা দেয়া হয়। তাতে, উল্টো সন্দেহ ঘনীভূত হয় সিপাহিদের মধ্যে। বিদ্রোহের দিনপঞ্জি ১৮৫৭ সালের ১০মে দিনটি ছিল রোববার। ''ভারতীয় মহাবিদ্রোহ'' বইয়ে বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের জেলা মিরাটের সেদিনের একটি দৃশ্যকল্প এঁকেছেন প্রমোদ সেনগুপ্ত। 'চতুর্দিকে মিরাটের জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনা; সর্বত্রই বন্দীদের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। বাজারে কিম্বা রাস্তায় কোনো সিপাহিকে দেখলেই তারা তাদের জিজ্ঞাসা করছিল- তারা ফিরিঙ্গীদের স্পর্ধা ও অপমানের প্রতিশোধ নেবে কি না।' যে অপমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি ঠিক আগের দিনের ঘটনা। জন উইলিয়াম কায়েসহ অন্যান্যদের বইয়েও ঘটনাটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৮৫ জন দেশি সিপাহিকে চর্বি মেশানো কার্তুজ ব্যবহার করতে রাজি না হওয়ায় বন্দী করার পর বিচারে সাজা দেয়া হয় আটই মে।

নয় তারিখে তাদের ইউনিফর্ম খুলে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে 'শহরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মার্চ করিয়ে মিরাট জেলে নিয়ে যাওয়া হয়'।

বাকি দিনটা নিরুত্তাপেই পার হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন ইতিহাসবিদরা। কিন্তু, পরদিন সন্ধ্যায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। 'সূর্যাস্তকালে ইংরেজরা রবিবারের প্রার্থনার জন্য যখন গির্জায় এসে জড়ো হতে লাগল, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের গুলির আওয়াজে তারা চমকে উঠল,' লিখেছেন মি. সেনগুপ্ত।

'এই আওয়াজের মুহূর্ত থেকেই শুরু হলো ১৮৫৭'র সশস্ত্র ভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহ।' সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে সৈনিকরা চলে যান মিরাট জেলে। দুইদিন আগে বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত ৮৫ জনসহ বন্দি প্রায় চার হাজার কয়েদিকে মুক্ত করে দেন তারা।

এরপর তারা দিল্লির দিকে অগ্রসর হন। মিরাট থেকে দিল্লির দূরত্ব ৪০ মাইলের মতো। সিপাহিরা সেখানে অবস্থানরত বাহাদুর শাহ জাফরকে পুনরায় সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী সেই সময়ের সেনা কর্মকর্তা ও লেখক জর্জ ব্রুস ম্যালেসনের একটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। 'ম্যালেসন ভারতের তিনজন প্রধান চরিত্রকে যুদ্ধের নেতা হিসেবে শনাক্ত করেন যারা ছিলেন রাজ্য ও অধিকারচ্যুত রাজন্যবর্গ। এরা হলেন পেশোয়ার দত্তকপুত্র মারাঠা নেতা নানা সাহেব, মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা মৌলভি আহমেদউল্লাহও ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাঈ'' এমন দেশি ''রাজন্যবর্গের'' নেতৃত্বাধীন এলাকাসহ ভারতের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে সিপাহিদের পাশাপাশি কোনো কোনো জায়গায় সাধারণ মানুষ এমনকি কৃষকেরাও অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, যদিও বিদ্রোহে তাদের এই অবদান অনেকেই ভুলে গেছে বলে অভিমত ইতিহাসবিদদের।

উদাহরণ হিসেবে, মিরাট জেলারই বিজরৌল নামের একটি গ্রামের শাহ মাল নামে এক জমিদারের কথা বলা যায়। সেই সময়ের ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করা গবেষক সুনায়না কুমার বিবিসিতে এক প্রবন্ধে লেখেন, 'প্রায় ৮৪টি গ্রামের হাজার হাজার কৃষককে মাঠ ছেড়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে সাহস জুগিয়েছিলেন শাহ মাল।' স্বাধীনতা সংগ্রাম নাকি নিছকই বিদ্রোহ? ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে।

এটি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নাকি নিছকই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ''অব্যবস্থাপনা''র বিরুদ্ধে সমাজ ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষোভের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ তা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে প্রচুর যুক্তি ও তর্ক- বিতর্ক রয়েছে।

দার্শনিক কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসব্রিটিশ ভারতের ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ সময়কালকে কেন্দ্র করে নিউ ইয়র্ক ডেইলি, ট্রিবিউনসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলোতে তারা উল্লেখ করেন, সিপাহি বিদ্রোহ 'দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওয়্যার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স' বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

আরেকজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী লেখক বিনায়ক সাভারকারও একে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেই অভিহিত করেছেন। ইতিহাসবিদ রতন চক্রবর্তী লিখেছেন,'সাভারকার যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, গ্রিজডকার্তুজের প্রচলন এই যুদ্ধের কারণ হলে কেন নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি, দিল্লির সম্রাট ও রোহিলাখন্ডের খান বাহাদুর এই যুদ্ধে যোগদান করবেন?' যদিও, ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার (আর সি মজুমদার) এবং আরো অনেক ইতিহাসবিদ এটিকে নির্মোহভাবে বিদ্রোহ হিসেবেই দেখতে চান। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছিল। কিন্তু, রাজনৈতিক লক্ষ্যের ব্যাপারটিকে অতটা গুরুত্ববহ হিসেবে দেখেন না তারা।

''হ্যাঁ, তারা মুক্ত হতে চেয়েছে। মুঘলদের কাছে তাদের শাসন ফেরত দিতে চেয়েছে। কিন্তু ইন্ডিয়া স্বাধীন হবে, নিজস্ব রাজত্ব হবে, এমন কোনো পরিকল্পনা তাদের ছিল না,'' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশি ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। ''স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়ে ক্ষোভটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেষ হয়েছে,'' যোগ করেন তিনি। ঢাকা-চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কেমন ছিল? বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের এলাকাগুলোতে সিপাহি বিদ্রোহের ছাপ অপেক্ষাকৃত কম পড়েছিল বলে সেপয় মিউটিনি অ্যান্ড রিভল্ট অফ ১৮৫৭ বইয়ে মন্তব্য করেছেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আর সি মজুমদার। 'ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া, বাংলা কার্যত আক্রান্ত হয়নি।' অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'ব্যারাকপুর থেকে যদিও শুরু হয়, বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল উত্তর ভারত।' খবরাখবর বিভিন্ন এসে পৌঁছালেও মূল কেন্দ্র থেকে দূরে হওয়ায় পূর্ববঙ্গের সাথে এগুলোর কোনো যোগ ছিল না, বলেন অধ্যাপক মামুন। তবে, বাংলাপিডিয়ায় অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী লিখেছেন, 'চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিরোধ এবং সিলেট, যশোর, রংপুর, পাবনা ও দিনাজপুরের খণ্ডযুদ্ধসমূহ বাংলাদেশকে সর্তক ও উত্তেজনাকর করে তুলেছিল।'

বিজ্ঞান নিয়ে গল্পকথা

দ্বিজেন শর্মা

শুরুতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব পরিচয় থেকে একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই: 'বড় অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চায় দেশে জ্ঞানের ক্ষুদ্র টুকরো জিনিসগুলো ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এ দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।' এই যে পশ্চিমের উন্নত দেশের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেই দেশকে উন্নতির এ পর্যায়ে আসতে দীর্ঘ মধ্যযুগের অন্ধকার পাড়ি দিতে হয়েছে। ইউরোপে রেনেসাঁ হয়েছে, বুদ্ধির মুক্তি ঘটেছে, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে এবং শিল্পবিপ্লব হয়েছে। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে এসব পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি সেভাবে ঘটেনি। অবশ্য বাংলায় একটি রেনেসাঁ হয়েছিল। তাতে পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বৌদ্ধিক জগতে যে পরিবর্তন আসে, তাতে একটি নতুন যুগের সূচনা ঘটে। এটাই আমাদের রেনেসাঁ। কিন্তু তার অনুষঙ্গ হিসেবে ইউরোপে যা যা ঘটেছে, আমাদের দেশে তার কিছুই ঘটেনি।

শিল্পবিপ্লব ঘটার যেসব সম্ভাবনা মোগল আমলে রোপিত হয়েছিল, ব্রিটিশরা সেগুলোর বিলুপ্তি ঘটায়। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনে বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ গাছতলায় যে ভূমির কথা উল্লেখ করেছেন, তা সেরূপ উর্বরতা পায়নি। তাই আমাদের কয়েকজন মহিরুহ বিজ্ঞানী থাকলেও তাঁদের প্রভাবে অজস্র বিজ্ঞানীর জন্ম হয়নি। এই উর্বরতা সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন, তা আমরা ইউরোপীয় রেনেসাঁয় দেখেছি। কিন্তু আমাদের এখানে এটি তৈরি হয়নি।

বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগ্রহ, বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনা ও লেখালেখির শুরু অনেক বছর আগে। আমি কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু লেখালেখি করেছিলাম। প্রথম লিখি সম্ভবত ১৯৬৩ সালে। আমি তখন ঢাকার নটর ডেম কলেজের শিক্ষক। সেখানে উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়াই। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হায়াৎ মামুদ একদিন টাপুরটুপুর নামের একটি পত্রিকার সম্পাদক এখলাস উদ্দিন আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে নটর ডেম কলেজে এলেন। এখলাস আমাকে তাঁর পত্রিকার জন্য একটি লেখা দিতে বললেন। আমি কিশোরদের জন্য এর আগে কিছু লিখিনি। কিন্তু তাঁদের না বলার উপায় ছিল না।

ভাবতে লাগলাম, কী লিখি। আমার মনে পড়ল আরও কয়েক বছর আগের কথা।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র ছিলাম। ১৯৫৮ সালে ফাইনাল পরীক্ষার আগে সামরিক শাসন জারি হয়। সেই সময় গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ল্যাবরেটরিতে সপ্তাহ দুয়েক রাত কাটাই। তখন টেবিলের ওপর মোটা মোটা বই বালিশ বানিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতাম। ঘুম আসত না। নানা অদ্ভুত শব্দ শুনতাম। এটাকে কেন্দ্র করেই একটি গল্প লিখে ফেলি। গল্পটির বিষয় হলো, এক বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে গভীর রাত অবধি কাজ করে চলেছেন। তাঁর কাছে আছে একটি পাথরের টুকরা। তাতে আদিম যুগের কিছু জীবের ফসিলের ছাপ। এগুলো কত বছরের পুরোনো এবং তাতে কী জীবের ছাপ আছে, এটাই তাঁর গবেষণার বিষয়। তখনই এক অশরীরীর সঙ্গে ওই বিজ্ঞানীর আলাপ শুরু হয়। এই আলাপ নিয়েই গল্পটির শুরু।

কিশোর-কিশোরীদের জন্য খুব বেশি বই আমি লিখিনি বা লিখতে পারিনি। এই যে গল্পটির কথা এক্ষুনি বললাম, সে ধরনের গল্প লিখেছি সব মিলিয়ে ১০টি। ওই গল্পগুলো নিয়ে বইঘর নামে চট্টগ্রামের একটি প্রকাশনা সংস্থা বের করে আমার প্রথম বই জীবনের শেষ নেই।

আসলে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো শিশুদের জন্য সহজ পাঠ্য ও আনন্দদায়ক করে লেখা মোটেও সহজ কাজ নয়। আবদুল্লাহ আল মূতী শরফুদ্দিন এ ক্ষেত্রে আমাদের পথিকৃৎ সেটা ১৯৭৯ সালের ঘটনা। তারপর লিখেছি গাছের কথা ফুলের কথা, ফুলগুলি যেন কথা, প্রকৃতিমঙ্গল, বৃক্ষ ও বালিকার গল্প, গহন কোন বনের ধারে, এমি নামের দুরন্ত মেয়েটি (একটি রুশ কিশোর গল্পের ভাবানুবাদ) এবং একটি অনুবাদ সবুজ দ্বীপে প্রাণের মেলা। আরও কিছু বইও লিখেছি। সেগুলো কিশোর-কিশোরী ও বড়দের জন্য নানা প্রসঙ্গে। সেগুলোকে ঠিক বিজ্ঞান বলা যায় না। পরে ওই লেখাগুলো আমার কিশোর সমগ্র বইতে সংকলিত হয়। আমার লেখা বইগুলো কিশোর-কিশোরীদের হাতে কতটা পৌঁছায়, তারা সেগুলো কতটা পছন্দ করেছে, তা বলা মুশকিল। দেখেছি আমার বইগুলোর এক একটি সংস্করণ শেষ হতে অনেক বছর লেগে যায়। কারণ কী হতে পারে? পরে ভেবে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে 'বলাই' গল্পটি লিখেছেন, আমরা সেভাবে লিখতে পারিনি। বড়দের পক্ষে শিশুদের মন স্পর্শ করা খুবই কঠিন। এই সমস্যার কথাও বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুনশ্চ কাব্যে 'ছেলেটা' কবিতায়। কবিতাটির শেষের কয়েকটি লাইন হলো: আমি বললুম, 'সে ত্রুটি আমারই।

থাকত ওর নিজের
জগতের কবি,
তা হলে গুবরে পোকা এত
স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি
কি পেরেছি লিখতে
আর সেই নেড়ী কুকুরের
ট্র্যাজেডি!'

আসলে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো শিশুদের জন্য সহজ পাঠ্য ও আনন্দদায়ক করে লেখা মোটেও সহজ কাজ নয়। আবদুল্লাহ আল মূতী শরফুদ্দিন এ ক্ষেত্রে আমাদের পথিকৃৎ। তারপর তেমন কাউকে আমরা পাই না, যিনি মূতী সাহেবের মতো বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে কিশোর- কিশোরীদের জন্য এতগুলো বই লিখেছেন। এর প্রধান কারণ মূলত সাহিত্যের গুণসম্পন্ন বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের গুণসম্পন্ন সাহিত্যিকের বড় অভাব আমাদের দেশে। যে উর্বর ভূমির কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, সেই উর্বর ভূমি আমাদের দেশে আজও ততটা উর্বর হয়ে ওঠেনি। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান ছিল এবং আজও আছে। আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে। আজকের কৃষিও তো একটি বিজ্ঞান, তাহলে কৃষিকেন্দ্রিক বিজ্ঞান সাহিত্য গড়ে ওঠার প্রতিবন্ধকতা কোথায়?

ঢাকার সংসদ ভবন সড়কে সোনালু বীথি ঢাকার সংসদ ভবন সড়কে সোনালু বীথি আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিনি। করেছি উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে। মার্কিন দার্শনিক হেনরি অ্যাডমস (১৮৩৮-১৯১৮) বলতেন, একজন শিক্ষক কখনোই বলতে পারেন না, তাঁর প্রভাব কত দূর গিয়ে থামে। এ ধরনের উদ্দীপক শিক্ষকের অভাব আমাদের দেশে প্রকট। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে একত্রে মিশিয়ে ফেলি। বিজ্ঞান না হলে প্রযুক্তি যে অসম্ভব, সে কথা আমরা ভুলে যাই। ছাত্রছাত্রীদেরও বিজ্ঞানের প্রভাব ভালোভাবে বোঝাতে পারি না।

আমি মস্কোর প্রগতি প্রকাশনে ২০ বছর অনুবাদকের কাজ করেছি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়, রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলে যায়। ১৯৯২ সালে প্রগতি প্রকাশনে আমার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় জীবিকা অর্জনের জন্য মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাসে একটি বাংলা স্কুলে তিন বছর পড়াই। আমার জীবনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সেই প্রথম। ছাত্রছাত্রী ছিল ১০ থেকে ১৫ জন। আমি সব বিষয়ই পড়াতামবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি। আমি গাছপালা দিয়ে স্কুলটি সাজিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবাই তেমন চৌকস ছিল না। তারা সবাই ছিল দূতাবাসের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে। আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। সবকিছু নির্ভর করে শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষকের দক্ষতা ও ভালোবাসার ওপর। আমি ওদের জীববিদ্যার পাঠ্যবই পড়াতাম। কিন্তু পাঠ্যবইয়ের ওপর খুব বেশি জোর না দিয়ে আমি ওদের প্রকৃতির বিচিত্র জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। আমাদের একটি মাইক্রোস্কোপ ছিল। সেটি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নানা জীবের অণুকাঠামো দেখাতাম। এ জগতের সঙ্গে ওদের আগে কখনো পরিচয় ঘটেনি। ওরা আশ্চর্য ও মুগ্ধ হতো। ওই স্কুলে কোনো টেলিস্কোপ ছিল না, থাকলে ছাত্রছাত্রীদের মহাবিশ্ব দেখাতাম। আসলে বিদ্যালয়ে যা প্রয়োজন, তা হলো ছাত্রছাত্রীদের মনে বিচিত্র বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করা। এই কাজেই আমাদের বড় ঘাটতি। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষত যাদের আমরা খারাপ ছাত্র বা খারাপ ছাত্রী বলে থাকি, তারা সবাই ভালো ফলাফল করেছিল। এ নিয়ে আমার একটি লেখা আছে, যেটি সংকলিত হয়েছে বিজ্ঞান ও শিক্ষা: দায়বদ্ধতার নিরিখ বইতে।

আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। সবকিছু নির্ভর করে শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষকের দক্ষতা ও ভালোবাসার ওপর

অরণ্যভূমির যে উর্বরতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেটা সৃষ্টি করতে প্রয়োজন শিল্পবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব। অন্যথা এই ভূমি কখনোই নির্মিত হবে না। রাশিয়া অন্যান্য উন্নত দেশের মতো একটি উন্নত দেশ। তাদের বিদ্যালয়গুলো সুসংগঠিত। উপকরণের কোনো অভাব নেই এবং শিক্ষকেরাও দক্ষ। তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই উদ্বোধক শিক্ষকও আছেন। আমার ছেলেমেয়ে দুজনই বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ছিল। তারা ভালোই করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেউই বিজ্ঞানী হয়নি। বিজ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারটি আরেকটি গভীর রহস্য। হতে পারে সেটা মানবমনের গভীরে সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে লুকানো থাকে। পরিবেশ তার বিকাশে সহায়তা জোগায়। দেখা যায়, উন্নত দেশেও অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞানী হয় না। তবে বলা প্রয়োজন, রাশিয়ায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত এবং তার পরিমাণ বিপুল।

19-11-25.pmd 1 19-11-2025, 22:28

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মজয়ন্তীতে প্রদেশকংগ্রেসের শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবি নিজস্ব।

পূর্ব দাক্ষিণাত্যে পুট্টপার্থিতে সত্য সাই বাবার জন্মশতাব্দী অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার আন্ধ্র প্রদেশের পুট্টপার্থিতে সত্য সাই বাবা শতাব্দী উৎসবের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন আন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু। অনুষ্ঠানে তারা পুট্টপার্থিতে সত্য সাই বাবার জীবন এবং শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি স্মারক কয়েন এবং ডাকটিকিট সেট উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সাবেক ভারতীয় ক্রিকেট তারকা সাচিন তেন্ডুলকর, অভিনেত্রী ঐশ্বর্য্য রাই বচ্চন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম মোহন নায়ডু কিঞ্জরাপু এবং জি কিশন রেড্ডিও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এই অনুষ্ঠানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "শ্রদ্ধেয় সত্য সাই বাবার জন্মশতাব্দী বর্ষ আমাদের প্রজন্মের জন্য কেবল একটি উৎসব নয়, এটি একটি দিব্য উপহার। যদিও তিনি শারীরিকভাবে আমাদের মধ্যে নেই, তাঁর শিক্ষা, ভালোবাসা এবং সেবা ভাবনা আজও কোটি কোটি মানুষের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে।"

তিনি আরও বলেন, "শ্রদ্ধেয় সত্য সাই বাবার জীবন 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর আদর্শের প্রতীক ছিল, তাই এই জন্মশতাব্দী বর্ষ আমাদের জন্য এক সার্বভৌম প্রেম, শান্তি এবং সেবা উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সরকার এর অংশ হতে পেরে গর্বিত, এবং এই উপলক্ষে ১০০ টাকার একটি স্মারক কয়েন এবং বিশেষ একটি ডাকটিকিট জারি করা হয়েছে। এই কয়েন ও ডাকটিকিটে বাবার সেবা কাজের প্রতিফলন রয়েছে।"প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "শ্রদ্ধেয় সত্য সাই বাবার শিক্ষার প্রভাব শুধুমাত্র বই, উপদেশ বা আশ্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর শিক্ষার বাস্তব প্রভাব আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষের শহর থেকে গ্রাম, স্কুল থেকে আদিবাসী এলাকাগুলিতে, যেখানে সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সেবার একটি বিশাল প্রবাহ রয়েছে। বাবার কোটি কোটি অনুগামী তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কাজ করছে। মানবসেবা হচ্ছে মাধবসেবা, এবং এটি বাবার অনুগামীদের সবচেয়ে বড় আদর্শ।"

তিনি আরও বলেন, "যখন একজন দরিদ্র ব্যক্তি প্রথমবার সত্য সাই হাসপাতালগুলোতে আসে, সে অবাক হয়ে যায় যে এখানে কোন বিলিং কাউন্টারই নেই। চিকিৎসা এখানে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তবে রোগী এবং তাঁদের পরিবারের কোন অসুবিধা হয় না। আজ, এখানে ২০ হাজারেরও বেশি মেয়ের নামে সুকন্যা সমৃদ্ধি স্কিমের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যা তাঁদের শিক্ষা এবং নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করছে।"

প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, ভারত সরকার ১০ বছর আগে সুকন্যা সমৃদ্ধি স্কিম শুরু করেছিল, যাতে দেশের মেয়েরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য লাভবান হতে পারে। এই স্কিমে ৮.২ শতাংশ সুদের হার দেওয়া হয়, যা সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। এখন পর্যন্ত ৪ কোটি ২০ লাখেরও বেশি মেয়ের অ্যাকাউন্ট এই স্কিমের অধীনে খোলা হয়েছে, এবং এই অ্যাকাউন্টগুলিতে ৩.২৫ লাখ কোটি টাকার বেশি জমা হয়েছে।তিনি আরও বলেন, "এটি একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ যে সত্য সাই পরিবারের সদস্যরা এখানে ২০ হাজার সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে।"

যমুনায় রিভার ক্রুজ অভিজ্ঞতা চালু করতে প্রস্তুত দিল্লি; সর্বানন্দ সোণওয়াল এবং এলজি প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় পোর্ট, শিপিং এবং ওয়াটারওয়ে মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণওয়াল, দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয় কুমার সাক্সেনা এবং দিল্লির পর্যটন মন্ত্রী কপিল মিশ্র মঙ্গলবার যমুনা নৌ-পর্যটন এবং ফেরি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন।

এই প্রকল্পটি ওয়াজিরাবাদ ব্যারেজের উপরের অংশে, সোনিয়া বিহার এবং জগৎপুরের মধ্যে অবস্থান করবে এবং দিল্লির যমুনা নদীতে রিক্রিয়েশনাল বোট ক্রুজ এবং ফেরি সেবা চালু করার লক্ষ্যে কাজ করবে। আনুমানিক ২০ কোটি ব্যয়ে উন্নীত এই প্রকল্পটি জাতীয় জলপথ ১১০-এর উপর ৬-৭ কিলোমিটার করিডোরে চলবে, যা দিল্লির জগৎপুর থেকে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ পর্যন্ত বিস্তৃত।

সর্বানন্দ সোণওয়াল বলেন, 'এই প্রকল্পটি সরকারের টেকসই জলপথ উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। যমুনায় ইকো-ফ্রেন্ডলি ক্রুজ ট্যুরিজম একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক এবং এটি দিল্লির কেন্দ্রস্থলে সংযোগ ও পর্যটন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।'

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া দিল্লি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে একটি স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, দিল্লি জল বোর্ড এবং দিল্লি ট্যুরিজম এবং ট্রান্সপোর্টেশন ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। পরিকল্পনায় নদীর ৪ কিলোমিটার অংশে ক্রুজ অপারেশন চালানো হবে।

ইলেকট্রিক-সোলার হাইব্রিড বোটগুলো ৩০-৪০ জন যাত্রী ধারণক্ষমতা সম্পন্ন হবে। সোনিয়া বিহারে দুটি ফ্লোটিং জেটি ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো প্রতি ৫০ জন যাত্রী বহন করতে সক্ষম। অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে পার্কিং এলাকা এবং বিনোদনমূলক স্থানও পরিকল্পনায় রয়েছে।

পোর্ট, শিপিং এবং ওয়াটারওয়েজ মন্ত্রণালয় জানায়, এই উদ্যোগটি পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা বাড়াতে, নদী ভিত্তিক পর্যটন উন্নীত করতে এবং বাসিন্দা ও পর্যটকদের জন্য নতুন বিনোদনমূলক সুযোগ তৈরি করতে সহায়ক হবে।

পর্যালোচনা সভায় দিল্লির মন্ত্রী প্রবেশ সাহিব সিং এবং কপিল মিশ্র ছাড়াও আইডব্লিউএআই ও দিল্লি সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দেশব্যাপী, আইডব্লিউএআই জলপথের অবকাঠামো শক্তিশালী করতে টার্মিনাল উন্নয়ন, ফেরিওয়ে উন্নতীকরণ এবং পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা চালুর জন্য কাজ করছে। ইতিমধ্যেই বারাণসী এবং অযোধ্যায় বৈদ্যুতিক ক্যাটামারান চালু করা হয়েছে, এবং পাটনা ও গৌহাটি-তে একই ধরনের সেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। আইডব্লিউএআই ভারতের প্রথম দেশীয়ভাবে নির্মিত হাইড্রোজেন ফুয়েল-সেল ভেসেলের পরীক্ষাও সম্পন্ন করেছে।

সর্বানন্দ সোণওয়াল জলপথের সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'গত এক দশকে এই খাতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। জাতীয় জলপথে মাল পরিবহণ ৬৩৫ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং কার্যকরী জলপথের সংখ্যা ৭৬৭ বেড়েছে। এই খাতে বিনিয়োগ ২৩৩ বৃদ্ধি পেয়েছে।'

বর্তমানে ভারতে ২৩টি রাজ্য এবং ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ২০,০০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ১১১টি জাতীয় জলপথ রয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে কার্যকরী জলপথের সংখ্যা ৭৬-এ পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, ২০২৪ এপ্রিল থেকে ২০২৫ মার্চ পর্যন্ত জাতীয় জলপথে মাল পরিবহণ রেকর্ড ১৪৬ মিলিয়ন টন পৌঁছেছে।

হাসিনাকে "মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ" মামলায় মৃত্যুদণ্ড, চীনের প্রতিক্রিয়া

ঢাকা, ১৯ নভেম্বর : বাংলাদেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করায় চীন এই সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে অভিহিত করেছে এবং এর বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।সোমবার, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলন দমনকালে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' করার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়। শেখ হাসিনা মামলায় অনুপস্থিত ছিলেন, কারণ তিনি গত বছর ৫ আগস্ট দেশে থেকে পালিয়ে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে আশ্রয় নেন।চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়,' এবং এই বিষয়ে তারা আর কোনো মন্তব্য করবেন না। তিনি আরও বলেন, চীন বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সুসম্পর্ক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে বাংলাদেশ ঐক্য, স্থিতিশীলতা এবং উন্নতি অর্জন করবে,' বলেন মাও নিং।এছাড়া, বাংলাদেশের সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও একই অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তবে, একমাত্র অভিযুক্ত চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, যিনি তদন্তে সহযোগিতা করেছিলেন এবং জুলাই মাসে দোষী সাব্যস্ত হন, তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনের সময়, জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস অনুযায়ী, প্রায় ১,৪০০ জন নিহত হয়।শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হওয়ার পর, জাতিসংঘ এই সিদ্ধান্তটিকে ২০২৪ সালের বাংলাদেশের সহিংসতার শিকারদের জন্য একটি 'গুরুতর মুহূর্ত' হিসেবে উল্লেখ করেছে, তবে তারা মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োগকে "দুঃখজনক" বলে অভিহিত করেছে। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক সোমবার সাংবাদিকদের জানান, জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার ভলখার তুর্কের মতে, 'আমরা সব ধরনের মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করি'।

এদিকে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন তীব্র উত্তেজনার মধ্যে পড়েছে, এবং এই মামলার পরবর্তী পর্যায়ে পরিস্থিতি কীভাবে পরিবর্তিত হবে, তা নিয়ে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আলোচনা চলছেই।

নলবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তীব্র আক্রমণ 'মিয়া রাজনীতি' ও জুবীন গার্গের মৃত্যু সংক্রান্ত অভিযোগ

নলবাড়ি, ১৯ নভেম্বর: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ নলবাড়িতে এক জনসভায় তীব্র ভাষায় 'মিয়া রাজনীতি'-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, কিছু গোষ্ঠী প্রয়াত জুবীন গার্গের নাম ব্যবহার করে ভূমি দখলকারী গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অসমের মানুষের মূল সমস্যা "মিয়া"। যারা মিয়া-দের সমর্থন করেন, তারা অসমের জনগণের সমর্থক নন। কিছু মানুষ জুবীন গার্গের নাম ব্যবহার করে মিয়া-দের দখলকৃত জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করতে চাইছেন।' তিনি আরও বলেন, 'জুবীন গার্গের প্রতি কোনো ভালোবাসা ছিল না, যখন তিনি জীবিত ছিলেন তখন তিনি আমাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। আমরা তাকে সম্মান দিয়েছিলাম। তার মৃত্যুর পর যেসব লোক জুবীন গার্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন, তাদের উদ্দেশ্য হল মিয়া-দের উচ্ছেদ থেকে রক্ষা করা।'

মুখ্যমন্ত্রী পরবর্তীতে ২১ ডিসেম্বর গৌরীপুরে অনুষ্ঠেয় 'ইস্তামা'-র কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমি দেখতে চাই, তারা সেখানে জুবীনের ছবি প্রদর্শন করবে কি না।'মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জুবীন গার্গের মৃত্যু সংক্রান্ত নতুন তথ্যও সামনে আনেন। তিনি দাবি করেন, 'জুবীন গার্গকে মদ্যপান করানো হয়েছিল যাতে তার সম্পত্তি লুট করা যায়। কিছু লোক তাকে মদ খাইয়ে তার সম্পত্তি চুরি করেছিল।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, 'জুবীন গার্গ নিজে মদ খেতেন না। তাকে মদ খাওয়ানো হত এবং তিনি মদ্যপ অবস্থায় থাকতেন। একটি বিহু কমিটি তাকে ৫ লাখ টাকা দিয়েছিল, কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল ২.৫ লাখ টাকা। মদ্যপ অবস্থায় তিনি এটি বিশ্বাস করেছিলেন।'

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা উল্লেখ করেন, 'আমি জুবীন গার্গের সঙ্গে বহুবার দেখা করেছি, এবং প্রতিবারই তিনি ছিলেন সচেতন ও মদ্যপানমুক্ত। তার মৃত্যুর তদন্তে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, জুবীন গার্গ নিজে মদ পান করতেন না, তাকে মদ খাইয়ে তার অবস্থার পরিবর্তন করা হতো।' তিনি জনসাধারণকে অনুরোধ করেছেন, 'আমি সকলকে আবেদন করছি, জুবীন গার্গকে মদ্যপ হিসেবে পরিচিত করবেন না। চর্জশিটে পুরো ঘটনা স্পষ্ট হয়ে যাবে।'মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জুবীন গার্গের মৃত্যুর তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অসমের সংগীত ও সংস্কৃতির অমূল্য রত্ন হিসেবে পরিচিত জুবীন গার্গের অবদান আজও মানুষের হৃদয়ে জীবিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, চার্জশিট জমা হলে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হবে।

আসাদুদ্দিন ওয়াইসি ডঃ উমর নাবির "আত্মঘাতী হামলা" ভিডিও নিয়ে তীব্র আক্রমণ, বললেন: এটি সন্ত্রাসবাদ ছাড়া কিছুই নয়

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি ১০ নভেম্বর দিল্লির লাল কেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটানো ডঃ উমর নাবির কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এই হামলাটি কোনোভাবেই 'ভ্রান্তভাবে বোঝা' যায় না, বরং এটি একটি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং 'আর কিছুই নয়'।

মঙ্গলবার একটি নতুন ভিডিও প্রকাশিত হয়, যেখানে ডঃ উমর, যিনি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা, আত্মঘাতী বোমা হামলার ধারণাকে 'ভ্রান্তভাবে বোঝা' এবং ইসলামিক দৃষ্টিতে এটি একটি 'শহীদত্বের অপারেশন' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তবে, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি এই বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ এবং 'নিরপরাধ মানুষ হত্যাও একটি গুরুতর পাপ'।

ওয়াইসি বলেন, 'ডঃ উমরের যে ভিডিওটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে আত্মঘাতী হামলাকে শহীদত্বের অপারেশন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং নিরপরাধ মানুষের হত্যা একটি গুরুতর পাপ। এই ধরনের কার্যকলাপ কখনোই "ভ্রান্তভাবে বোঝা" যায় না। এটি সন্ত্রাসবাদ এবং আর কিছুই নয়,' তিনি এক্স এ লিখেছেন।

এছাড়া, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে ওয়াইসি প্রশ্ন তোলেন, যিনি সংসদে বলেছিলেন যে গত ছয় মাসে কোনো কাশ্মীরি সন্ত্রাসী সংগঠনে যোগ দেয়নি। তিনি বলেন, 'অমিত শাহ সংসদে বলেছিলেন যে গত ছয় মাসে কোনো কাশ্মীরি সন্ত্রাসী সংগঠনে যোগ দেয়নি। তাহলে এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটি কোথা থেকে এলো? এর জন্য কে দায়ী?'

ডঃ উমরের ভিডিওতে, তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলাকে ইসলামিক দৃষ্টিতে শহীদত্বের অপারেশন হিসেবে তুলে ধরেন, যা তার ঘৃণ্য এবং উগ্র মানসিকতা প্রকাশ করছে। তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে লাল কেল্লা বিস্ফোরণটি দুর্ঘটনাজনিত ছিল, এবং ডঃ উমর আসলে একটি বড় আকারের আত্মঘাতী হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিলেন।

এই বিস্ফোরণে অন্তত ১৪ জন নিহত এবং ২০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, এটি আশপাশের দোকানগুলোর জানালাগুলো ভেঙে দিয়েছে এবং পুরানো দিল্লির এলাকায় তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

তদন্তকারীরা মনে করছেন যে উমর, যিনি 'হোয়াইট কলার' ফারিদাবাদ সন্ত্রাসী মডিউলের সবচেয়ে উগ্র সদস্য, এই ভিডিওটি প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত এবং মস্তিষ্কধারণ করতে চেয়েছিলেন। এই মডিউলটি পাকিস্তানভিত্তিক জইশ-এ-মোহাম্মদ (জেইএম) সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এতে ৯ থেকে ১০ জন সদস্য ছিল, যার মধ্যে ৫-৬ জন চিকিৎসক ছিলেন। তারা আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করত এবং তাদের চিকিৎসা সনদ ব্যবহার করে বিস্ফোরক তৈরির জন্য রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করত।এদিকে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মঙ্গলবার আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আল-ফালাহ গ্রুপের চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকীকে মুদ্রাপাচার মামলায় গ্রেপ্তার করেছে। এই মামলা সম্ভবত সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত সংযোগও অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

জাতীয় তদন্ত সংস্থা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনমোল বিষ্ণোইকে আটক করল

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : জাতীয় তদন্ত সংস্থা বুধবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে অভিযুক্ত গ্যাংস্টার অনমোল বিষ্ণোইকে ভারতেও পাঠানোর পর গ্রেফতার করেছে। তিনি হলো কারাগারে আটক গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই এবং ২০২২ সাল থেকে পলাতক ছিলেন।এটি এনআইএ-র সন্ত্রাসী-গ্যাংস্টার ষড়যন্ত্র মামলার ১৯তম গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি। মার্চ ২০২৩ সালে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, অনমোল তার ভাই লরেন্স বিষ্ণোই এবং 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত গোল্ডি ব্রারের সহায়তায় ২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।এনআইএ সূত্রে জানা যায়, অনমোল বিষ্ণোই যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তার ভাই লরেন্সের অপরাধী নেটওয়ার্কটি চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি গ্যাং সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, শুটারদের জন্য আশ্রয় এবং লজিস্টিক সহায়তা ব্যবস্থা করতেন এবং বিদেশ থেকে এক্সটরশন র‍্যাকেট পরিচালনা করতেন।এছাড়া, অনমোল বিষ্ণোই একাধিক অপরাধে জড়িত, যার মধ্যে মুম্বাইয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী বাবা সিদ্দিকির হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ রয়েছে। গত বছর ওই হত্যাকাণ্ডে লরেন্স বিষ্ণোই গুজরাতের সাবরমতি কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী অবস্থায় ছিলেন।এ বিষয়ে, তার সহযোগী শুবু লঙ্কার দাবি করেছিলেন, ফেসবুকে একটি পোস্ট করে, ওই হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি দায়ী। সেই পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, নিহত অনুজ থাপন নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করার ঘটনাটি ১৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে মুম্বাইয়ের বলিউড অভিনেতা সালমান খানের বাড়ির সামনে ঘটে।

ভারত ইউএনএসসি সংস্কারকে 'হাস্যকর নাটক' বলে মন্তব্য, ফলপ্রসূ আলোচনা শুরুর আহ্বান

নিউইয়র্ক, ১৯ নভেম্বর: ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ (ইউএনএসসি) সংস্কারের দীর্ঘদিনের দাবির পুনরায় তীব্র সমালোচনা করেছে। ভারত এই সংস্কারের বিষয়ে চলমান সংলাপকে 'হাস্যকর নাটক' বলে অভিহিত করেছে এবং একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

ভারতের উপস্থায়ী প্রতিনিধি যোজনা পটেল মঙ্গলবার জাতিসংঘে সংস্কারের বিষয়ক আন্তঃসরকারি আলোচনা (আইজিএন) প্রসঙ্গে বলেন, 'আইজিএন শুরু হওয়ার পর গত ১৭ বছরে এটি এক ধরনের অযৌক্তিক রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়েছে। সদস্য দেশগুলি একে অপরের বক্তব্য ও আলোচনা নিয়ে চক্রাকার অবস্থা সৃষ্টি করেছে, যেগুলোর কোনও কার্যকর ফলসই হয় না।'

পটেল বলেন, 'পরিষদ সংস্কারের জন্য ভারতের আহ্বান হল, এটি একমাত্র তখনই সফল হবে যখন আমরা স্বচ্ছ লক্ষ্য এবং সময়সীমা সহ বাস্তবসম্মত আলোচনা শুরু করব।'

তিনি আরও বলেন, "আমরা আশা করি যে আইজিএন-এর নতুন সহ-সভাপতিরা বর্তমান অধিবেশনে এই আলোচনা গুলি ফলপ্রসূ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারবেন।"

আইজিএন-এর আলোচনা বর্তমানে একটি ছোট গ্রুপের দ্বারা আটকে রাখা হয়েছে, যেটি "ইউনাইটেড ফর কনসেনসাস" (ইউএফসি) নামে পরিচিত। এই গ্রুপটি বারবার আলোচনার শর্তাবলী প্রস্তাব করে এবং প্রকৃত অগ্রগতি অর্জনে বাধা দেয়। এই গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছে ইতালি এবং পাকিস্তান, যার মূল উদ্দেশ্য হল নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির পথে বাধা তৈরি করা।

পটেল ইউএফসির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, 'ধৈর্য্য এবং ঐক্যমতের কথা বলা হলেও, যখন ভেটোর মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন করা হয়, তখন তা সমন্বয়ের নয়, বরং প্রতিবন্ধকতার একটি উপায় হয়ে ওঠে।'

পটেল নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান কাঠামোর মধ্যে থাকা ঐতিহাসিক বৈষম্য দূর করার জন্য স্থায়ী সদস্য পদে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। বিশেষ করে আফ্রিকান দেশগুলির জন্য স্থায়ী সদস্যতা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সদস্যদের জন্য আসন বরাদ্দের প্রস্তাবকেও সমালোচনা করেন, এবং বলেন, 'ধর্মীয় বিশ্বাস কোন দেশের পরিষদে আসনের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড হতে পারে না।'

ভারত, ব্রাজিল, জার্মানি এবং জাপান সমন্বয়ে গঠিত জি৪ গ্রুপ, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যতা সম্প্রসারণ এবং পরিষদের সংস্কারের বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন জানায়। ব্রাজিলের স্থায়ী প্রতিনিধি সার্জিও ফ্রাঙ্কা ড্যানিজ বলেন, 'জাতিসংঘ বর্তমানে ব্যাপকভাবে "অকার্যকর" বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং এটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সুতরাং, সংস্কার কোনো বিকল্প নয়, বরং একটি অপরিহার্যতা। আমাদের উচিত, আলোচনার বদলে বাস্তব আলোচনা শুরু করা।'এছাড়া, পটেল আশা প্রকাশ করেন যে আইজিএন-এর নতুন সহ-সভাপতিরা আগামী অধিবেশনে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলোর ফলপ্রসূ পরিণতি আনতে সক্ষম হবেন।

রোটারি ক্লাব অব আগরতলা সিটির উদ্যোগে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন মাছে কী গুণ

আয়ুর্বেদিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মাছ অতি পুষ্টিকর খাদ্যের উত। তা কোন মাছ খেলে উপকার বেশি? প্রায় চল্লিশটিরও বেশি মাছের খাদ্যগুণ নিয়ে লিখেছেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ

মাছের গুণ:- আয়ুর্বেদ দ্রব্যগুণ মতে মাছ সাধারণত পুষ্টিকারক, বলকারক, গুরুগুণ যুক্ত, শুক্রবর্ধক, স্নিগ্ধ, মধুর রস ও কফপিত্ত জনক। যাঁরা অধিক কায়িক পরিশ্রম করেন, ব্যায়াম করেন তাঁদের পক্ষে মাছ বেশ হিতকর। ১. বাতব্যাধি রোগে মাছের উপকারিতা:- আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিদ্যায় সর্বমোট আশি প্রকার বাতব্যাধির কথা বলা হয়েছে পাশাপাশি এই বাতব্যাধির পথ্য নিয়েও সবিস্তারে বর্ণনা রয়েছে। আয়ুর্বেদ মতে 'মৎস্যাশিনো ন বাধন্তে রোগা বাতসমুদ্ভবা' অর্থাৎ নিয়মিত মাছ সেবনকারীরা বাত রোগে আক্রান্ত হয় না ২ বড় মাছের গুণ:-বড় মাছ গুরু, শুক্রজনক ও মলরোধক। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বড় মাছ সেবনে সমস্যা বাড়তে পারে। ৩ ছোট মাছের গুণ:-ছোট মাছ লঘু, সহজপাচ্য, মলসংগ্রাহক এবং গ্রহণী রোগ অর্থাৎ মূলত ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমে উপকারী।

৪ রুই মাছ:- সর্বপ্রকার মাছের মধ্যে রুই মাছ শ্রেষ্ঠ। এই মাছ রক্তাক্ষ, রক্তমুখো, রোহিত ইত্যাদি নামে পরিচিত। গুণে কষায়যুক্ত, মধুররস, বাত নাশক, মূলত শুক্রবর্ধক, অর্দিতরোগ অর্থাৎ (ফেসিয়াল প্যারালাইসিস) সমস্যায় বেশ উপকারী। অন্যদিকে 'ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগান হন্যা রোহিত মুন্ডকম' অর্থাৎ রুই মাছের মাথা ঊর্ধ্বজত্রুগত (ই.এন.টি- নাক, কান, গলা)-এর রোগ নিবারণ করে। ৫ কাতলা: -কাতলা মাছ গুরু অর্থাৎ দেরিতে হজম হয়, মধুররস ও উষ্ণবীর্য এবং ত্রিদোষনাশক (বাত, পিত্ত, কফ তিন প্রকার দোষের অসাম্যাবস্থায় উপকারী) ৬ বোয়াল:-এই মাছ শ্লেষ্মাকর ও বলবর্ধক কিন্তু এতে রক্ত ও পিত্ত দূষিত হয়। ফলে যাঁদের ত্বকের রোগ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই মাছ সেবন অহিতকারক। ৭ মৃগেল:-মৃগেল মাছের গুণ প্রায় রুই মাছের সমতুল্য। তবে বেশ সুস্বাদু ও রুচিকর। ৮ ইলিশ:- ইলিশের প্রতি বাংলা ও বাঙালির এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। 'ইল্লিশো মধুর: স্নিগ্ধ রোচনো বহ্নিবর্ধন:' ইলিশ মাছ মধুররসযুক্ত, স্নিগ্ধ, মুখরোচক, অগ্নিবর্ধক, পিত্তনাশক, কফ কারক, শুক্রকর ও বায়ুনাশক।

৯ শিঙ্গি:-বাত রোগে হিতকর, শ্লেষ্মাপ্রকোপক, তিক্ত কষায় রস, লঘু ও রুচিকারক।

১০ ভেটকি:- মধুররস যুক্ত, শীত, বৃষ্য অর্থাৎ বাজীকারক, শ্লেষ্মাকর, গুরু, রুচিকারক কিন্তু আমবাত অর্থাৎ যাদের রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিসের সমস্যা রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে ভেটকি মাছ খাওয়া অহিতকারক।

১১ শিলন মাছ:-লবর্ধক, শ্লেষ্মাকর, গুরুগুণ যুক্ত, বাতপিত্ত নাশক, হৃদ্য অর্থাৎ হার্টের পক্ষে উপকারী কিন্তু আমবাত সমস্যায় সেবন বর্জনীয়।

১২ শাল মাছ:-মল সংগ্রাহক, হৃদ্য, কষায় মধুররস যুক্ত।

১৩ গাগর মাছ:-অল্প পিত্তজনক, বাতনাশক ও কফ প্রকোপক।

১৪ কই মাছ:-মধুররস, স্নিগ্ধ, কফ প্রশমক, রুচিকারক, পিত্তবর্ধক, বায়ুনাশক ও অগ্নিবর্ধক।

১৫ বাইন মাছ:-গুরু, শুক্রবর্ধক, কষায়রস ও রক্ত পিত্ত নাশক।

১৬ আড় মাছ:- গুরু, স্নিগ্ধ,বায়ু এবং শ্লেষ্মা প্রকোপক। ১৭ মাগুর মাছ:- মধুররস, স্নিগ্ধ, মল সংগ্রাহক, শুক্রকারক ও গুরু।

১৮ ট্যাংরা মাছ:-পিত্তনাশক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, কফনাশক ও লঘু।

১৯ চ্যাংমাছ: -মধুররস, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী অর্থাৎ শীতবীর্য্য, লঘুপাক।

২০ পুঁটি মাছ: -পুঁটি তিক্ত-কটু মধুর রস, শুক্রজনক, কফবাতনাশক, স্নিগ্ধ, কণ্ঠগত রোগনাশক।

২১ বড় পুঁটি মাছ:-স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগনাশক। ২২ ভেলে মাছ: - ভল্লকী মধুর: শীতো বৃষ্য: শ্লেষ্মকরো গুরু:।। অর্থাৎ ভেলে মাছ মধুররস, শীতবীর্য প্রধান, শুক্রজনক, শ্লেষ্মাবর্ধক ও গুরু। এই মাছ সেবন কফপ্রধান ব্যক্তিদের পক্ষে অহিতকারক। ২৩ চিতল মাছ:-চিতল মাছ সংস্কৃতে চিত্রফল মৎস্য নামে পরিচিত যা সুস্বাদু, গুরু অর্থাৎ মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলপ্রদ। ২৪ বেলে মাছ:-এই মাছ কুলিশ মৎস্য নামে পরিচিত। যথার্থ পুষ্টিগুণের পাশাপাশি এই মাছ লঘু, কষায় মধুররস যুক্ত, বলবর্ধক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, হৃদ্য অর্থাৎ হার্টের পক্ষে উপকারী, অগ্নিদীপক গুণযুক্ত।

২৫ কালবোস মাছ:-এটি বায়ু মাছ নামেও পরিচিত যা গুণে মধুররস, শুক্রজনক, পুষ্টিকারক, ধাতুবর্ধক।

২৬.শোল মাছ: - এই মাছ মধুররস যুক্ত, মল সংগ্রাহক, রুক্ষ, রক্তপিত্ত নাশক ও গুরু। আয়ুর্বেদে মাছের গুণাগুণ চিংড়ি বলবর্ধক, রুচিকর, মধুররস, শুক্রজনক, কফ ও বাতবর্ধক কিন্তু মেদ পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

যাঁদের এলার্জির সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে চিংড়ি সেবনের বিধিনিষেধ মেনে চলা উচিত।

২৮ শকুলী মাছ:- শকুলী মাছ পিপলেশোল নামে পরিচিত। অনেকটা রুই মাছের মতো দেখতে এটি গুণে গুরুপাক, ভেদক অর্থাৎ মলের বেগ বাড়ায় এবং দোষ প্রকোপ করে।

২৯ চাঁদা মাছ:- চাঁদা মাছ মধুররস, বলবর্ধক ও অনভিসন্ধি।

৩০ খয়রা মাছ:- খয়রা মাছ গ্রামবাংলায় করতি মাছ নামে এবং আয়ুর্বেদে চম্পকুন্দমৎস্য নামে পরিচিত। বহুগুণসম্পন্ন এই মাছ মূলত বলবর্ধক, শুক্রজনক, স্নিগ্ধকারক, বাত এবং পিত্তনাশক, মধুররস, বৃষ্য অর্থাৎ শারীরিক স্ফূর্তি ও বল বর্ধক এবং অন্যদিকে শ্লেষ্মা বাড়ায়।- ৩১ দণ্ডিক অর্থাৎ ডানকুনি মাছ:- ত্রিদোষনাশক গুণযুক্ত ডানকুনি মাছ তিক্তরস, লঘু। ৩২ মৌরলা মাছ: - মলঙ্গী বা মৌরলা মাছ মধুররস, হৃদ্য অর্থাৎ হার্টের পক্ষে ভালো, বাতনাশক, শ্লেষ্মাকারক এবং গুরু। ৩৩ ফলুই মাছ:- এটি মধুররস, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্রবর্ধক কিন্ত গুরুপাক। ৩৪ খলিশা মাছ: -খলিশা লঘু ও রুক্ষ গুণযুক্ত, বলকারক, ত্রিদোষ সমনের পাশাপাশি শূল ও আমনাশক। ৩৫ ল্যাটা মাছ:- লঘু ও কষায় মধুররস গুণযুক্ত, রুক্ষ এবং শীত প্রকৃতির। ৩৬ পাবদা মাছ:-পর্বতো বাতহা স্নিগ্ধ: শুক্রলো বলবর্ধন:- অর্থাৎ পাবদা মাছ বাতনাশক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলবর্ধক। ৩৭ বাচা মাছ:- বাচামাচ গুণে মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকর ও বাত পিত্ত নাশক। ৩৮ পাঁকাল মাছ:- এই মাছ সেবনে অজীর্ণ রোগ হয়,বেশ গুরুপাক এবং শরীরে শ্লেষ্মার প্রকোপ হয় তাই এই মাছ সেবন শরীরের পক্ষে অহিতকারক। ৩৯ মাছের ডিম:- অত্যন্ত শুক্রকর অর্থাৎ যাদের শুক্রস্বল্পতা জনিত বিবিধ সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে পথ্য। স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, পুষ্টিকারক, লঘু, বলবর্ধক, মেহরোগনাশক। যারা কৃশ অর্থাৎ রোগা চেহারার তাদের ক্ষেত্রে মাছের ডিম সেবন বেশ উপকারী কারন এটি কফ ও মেদবর্ধক।

৪০ শুঁটকি মাছ / শুষ্ক মৎস্য: আয়ুর্বেদ দ্রব্যগুণ মতে এটি বলকারক হলেও দুষ্পাচ্য অর্থাৎ সহজে হজম হয় না এবং এটি মলবদ্ধতাকারক।

যাদের হজমের গোলযোগ ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা রয়েছে সেক্ষেত্রে শুঁটকি সেবন একেবারেই নৈব নৈব চ। ৪১ দগ্ধ মৎস্য:- দগ্ধমৎস্য অর্থাৎ পোড়া মাছ গুণে শ্রেষ্ঠ, পুষ্টিকারক ও বলবর্ধক।

এখন মানুষ দৈনন্দিন খাবারের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন

প্রবাদে আছে, 'বুদ্ধি যার বল তার', শরীর দিব্যি রয়েছে অথচ ভুলো মন। কোথায় কী রাখছেন কিছুই মনে থাকছে না। বেশিরভাগই মানুষ সমস্যাটাকে সেভাবে পাত্তা দেন না। কিন্তু এ থেকেই পরে শুরু হয় অ্যালঝাইমার্স, ডিমেনশিয়ার মতো স্মৃতি ধূসর হওয়ার নানা অসুখ। তাই যত্ন নিতে হবে গোড়া থেকে। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য যদি ভালো না হয় তবে মানুষের দেহের সমস্ত অঙ্গগুলির কার্যকারিতাও প্রভাবিত হয়।

এখন মানুষ দৈনন্দিন খাবারের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। খাদ্য তালিকায় নতুন নতুন যোগ হচ্ছে নানা ধরনের খাবার ও ভেষজ। কোন খাবার বা ভেষজ হার্টের জন্য ভালো আবার ত্বকের জন্য কোনটা ভালো। ঠিক একইভাবে আপনার মস্তিষ্কের জন্যও রয়েছে কিছু বিশেষ খাবার ও ভেষজ। যেগুলো মস্তিষ্ককে শুধু পুষ্টি প্রদান করে না, অন্যান্য প্রয়োজনীয় যৌগও সরবরাহ করে, যা মস্তিষ্কের কোষ গঠনে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি মনকে ভালো রাখার কাজটিও করে থাকে।

বুদ্ধি বাড়াতে বা ব্রেন সতেজ রাখতে মানসিক স্বাস্থ্যকে উন্নত রাখতে হবে। কারণ বুদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্য কিংবা মানসিক সুস্থতার উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে ইন্দ্রিয়গুলোর অনুভূতি ও কাজের উপর। ইন্দ্রিয়গুলোর বিভিন্ন কাজ উন্নত স্মৃতিশক্তি ও সতেজ ব্রেন তৈরিতে সাহায্য করে।

কী বলছে আধুনিক বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ?

আমাদের স্মৃতিশক্তি তিনটি 'আর'-এর ভিত্তিতে কাজ করে। যেমন রিসেপশন, রেজিস্ট্রেশন এবং রিকল। প্রথমত, আমরা যখন কোনও তথ্য গ্রহণ করছি, তখন সেটা হতে হবে খুবই স্পষ্ট। কারণ সেই তথ্য মস্তিষ্কে নথিবদ্ধ হয়ে যায়। আর একবার ভালোভাবে তা মাথায় ঢুকে গেলে, পরে মনে করাটা খুব কঠিন হয় না। এই বিষয়গুলো যদি ধাপে ধাপে না ঘটতে থাকে, তাহলে আমরা স্মৃতি হারিয়ে ফেলব এবং প্রয়োজনে তা মনে করতে পারব না। ঠিক সময় ঠিক জিনিস মনে করাই হল ভালো বুদ্ধি, মেধা বা স্মৃতিশক্তির নমুনা। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারেও 'মেধা' আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের তিনটি দিক নিয়ে কাজ করে বুদ্ধিমত্তা (ধী), ধারণ (ধৃতি) এবং স্মরণ (স্মৃতি)। বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি হ্রাস বা মেধার সমস্যার কারণ হিসাবে আয়ুর্বেদে বলা হয়, শরীরে পৃথিবী মহাভূত এবং কফ দোষের অসামঞ্জস্যতার কারণে বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস বা মেধার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধির জন্য অনেক কিছুই দায়ী থাকতে পারে। তবে এই সমস্যার জন্য প্রাথমিকভাবে অপুষ্টিকর আহারই দায়ী। অনেক সময় মস্তিষ্কে রাসায়নিক ভারসাম্যহীনতার কারণেও ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে পারেন যে কেউ। তবে মস্তিষ্কে রাসায়নিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে কোনও শারীরিক অসুস্থতা বা বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে। বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি এবং মেধা (সতেজ ব্রেন) বাড়াতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কিছু সাধারণ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা হল

বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী মহাভূত এ সবই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। তাই বুদ্ধি ও তার তীক্ষ্ণতা বাড়াতে এগুলোর কোনও বিকল্প নেই।

খাদ্যাভ্যাস: যদিও আর্য়ুবেদ চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষ ধরনের খাদ্যাভ্যাসের কথা বলে তবুও মৌলিক কিছু বিষয় না মানলেই নয়। যেমন: ১) টাটকা এবং সবুজ শাকসব্জি, গাজর, ফল, বাদাম, ঘি ইত্যাদি খাবার খেলে স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধি বাড়ে। ২) যতটা সম্ভব বেশি চর্বিযুক্ত মাংস, রিফাইন তেল এবং তেল-মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। ৩) মেধা বাড়াতে মধুর রস যুক্ত খাবার বেশি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। তবে মধুর রস যুক্ত খাবারের মধ্যে ঘি এবং মধু গ্রহণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

জীবনযাপন: জীবনযাপনের মাঝে কিছু ছোটখাট পরিবর্তন স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন: ১) দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শারীরিক কাজকর্মের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। এতে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ২) যেসব শিশু প্রতিদিন ৩০ মিনিট বা তার বেশি খেলাধুলা করে তাদের মেধা সাধারণ শিশুদের তুলনায় দ্রুত বাড়ে। ৩) যোগব্যায়াম স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সহায়তা করে।

এবার দেখে নেওয়া যাক আয়ুর্বেদে বুদ্ধি বাড়াতে বা ব্রেন সতেজ রাখতে কী করার কথা বলে? আয়ুর্বেদ গ্রন্থ চরক সংহিতায় মেধা নিয়ে বহুলচর্চিত অধ্যায়ের অংশ হল, মেধ্য রসায়ন। এটি আয়ুর্বেদিক ন্যূট্রপিক ভেষজ বা ওষুধের একটি গ্রুপ, যা জ্ঞানশক্তি ও স্মৃতিশক্তি উন্নত করে। মেধ্য রসায়ন হল আয়ুর্বেদিক সম্পূরক, যা অধিগ্রহণ, ধারণ এবং স্মরণশক্তি উন্নত করে। এটি জ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, শেখার দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতাকে উন্নত করে। উপরন্তু, এই সম্পূরকগুলি অনাক্রম্যতা শক্তি বাড়ায় এবং ইমিউন সিস্টেমের কার্যকারিতা উন্নত করে। মানব মস্তিষ্কে এই প্রভাবগুলি প্রয়োগ করার জন্য ভেষজের যে অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট গুণ আছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠি উত্তীর্ণ হয়েছে, যা ন্যূট্রপিক গুণ হিসাবেও পরিচিত।

চরক সংহিতায় মেধ্য রসায়ন হিসাবে চারটি প্রধান ভেষজ এই চারটি ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে শঙ্খপুষ্পীকে আচার্য চরক 'সর্বোত্তমমেধাবর্ধক' ভেষজ হিসাবে বিবেচিত করেছেন। আচার্য চরকের মত অনুসারে মেধ্য রসায়নের মাত্রা মেধ্য রসায়ন ভেষজ গ্রহণ করার সেরা সময়: ন্যূট্রপিক ভেষজগুলি সকালে এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পরে বা রাতের খাবারের ২-৩ ঘণ্টা আগে খালি পেটে খাওয়া যেতে পারে। অন্যান্য ভেষজ মেধ্য (ন্যূট্রপিক ভেষজ) মহর্ষি সুশ্রুত তাঁর সুশ্রুত সংহিতা গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভেষজগুলিকে মেধ্য (ন্যূট্রপিক ভেষজ) বলেছেন: ব্রাহ্মীশাক (ওয়াটারহিসপ) -বাকোপা মোন্নয়ারি জ্যোতিস্মতি (মালকাঙ্গানি) -সেলাস্ট্রাস প্যানিকুলাটাস কুশমাণ্ড (চালকুমড়ো) -বেনিনকাসা হিসপিডা বচা (বচ) -অ্যাকোরাস ক্যালামাস জটামাংসী (স্পাইকনার্ড)- নারডোস্তাকিস জটামাংসী চিত্রক (চিতা গাছ) - প্লাম্বাগো জাইলানিকা এই ভেষজগুলি ছাড়াও, স্বর্ণ ভস্ম এবং মুক্তাপিষ্টির মতো কিছু মূল্যবান ওষুধও আয়ুর্বেদে মেধ্য রসায়ন হিসাবে বিবেচিত। উন্নত মেধার জন্য শিশুদের স্বর্ণপ্রাশনরূপে খাওয়ানো হয়। তাছাড়া গোরুর দুধের ঘি-কেও মেধ্য বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ এতে স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ে এবং একেই প্রাথমিক উপাদান হিসেবে মনে করা হয়। ঘি সাধারণত ভারতের প্রত্যেক বাড়ির রান্নাঘরেই ব্যবহার হয় এবং তরকারি, ডাল, রুটি, খিচুড়ি আমরা যা কিছুই খাই, তাতেই দেওয়া যায়।

মেধ্য রাসায়নের উপকারিতা

প্রাচীনকালে মেধ্য রসায়ন বৌদ্ধিক ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞান বিষয়ক কর্মক্ষমতা উন্নত করতে ব্যবহৃত হতো। আজকাল ব্যস্ত জীবনের কারণে এর ব্যবহার আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এটি মানসিক চাপ কমায়, মনকে শান্ত করে, যুক্তিযুক্ত চিন্তাভাবনা ও দক্ষতাকে উন্নত করে। উপরন্তু, এটি স্মৃতিশক্তি বা মেধা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এবং ধারণ ক্ষমতাকে উন্নত করে ভুলে যাওয়া কমাতে সাহায্য করে। চরক সংহিতা অনুসারে মেধ্য রসায়নের নিম্নলিখিত উপকারিতা রয়েছে:

এটি আয়ুষ্কাল বর্ধক, জঠরাগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, হজম শক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ত্বকের সাধারণ উজ্জ্বলতা, গলার স্বরের মান উন্নত করে, মস্তিষ্কের শক্তি সতেজ করে। সাধারণত মেধ্য রসায়ন নিম্নলিখিত মানসিক ক্ষমতা এবং চরিত্রগুলির উন্নতি করে:

স্মৃতি বা মেধার ধারণ বুদ্ধিমত্তা একাগ্রতা মানসিক উপলব্ধি সৃজনশীলতা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দীর্ঘায়ু শেখার এবং যুক্তির দক্ষতা।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী মেধ্য রসায়নে উল্লেখিত সহজলভ্য ঔষধি গাছ-গাছড়ার পরিচয় ও ব্যবহার সম্বন্ধে জানা যাক:

থানকুনিপাতা : গ্রামে-গঞ্জে গত কয়েক বছর আগেও এই পাতার খুব কদর ছিল। কিন্তু যত দিন গিয়েছে মানুষ ভুলতে বসেছে এই পাতার উপকারিতা। এমনকী অনেকে চেনেও না। কারও হাত কিংবা পা কেটে গেলে বা পেটের কোনও সমস্যা হলেই খোঁজ পড়ত থানকুনি পাতার। প্রাচীন আর্য়ুবেদ শাস্ত্রেও এই পাতার বহু গুণাগুণ বর্ণিত রয়েছে। অনেক ওষুধও তৈরি হয় এই পাতার রস থেকে। শরীরকে নানা দিক থেকে সুস্থ রাখতে এই পাতার জুড়ি মেলা ভার। প্রতিদিন এই পাতার রস খেতে পারলে উপকার ছাড়া অপকার হয় না। খ্রিস্টপূর্ব ১৭ শতক থেকেই আফ্রিকা, জাভা, সুমাত্রাতেও ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হতো এই পাতা। এই পাতা ব্যাঙের মাথার মতো দেখতে বলে একে মণ্ডুকপর্ণী বলে। বৈজ্ঞানিক নাম সেনটেলা এশিয়াটিকা এবং অ্যাম্বেলিফেরি গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ। থানকুনি পাতার রস বা পাতা বাটা আমাশা বা অ্যামিবায়েসিস রোগে ব্যবহার করা হয়। থানকুনি পাতা এবং ডাঁটার রস মেধা বাড়াতেও সাহায্য করে। মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর এই শাকের কার্যকারিতা আছে বলে একে বিভিন্ন মানসিক রোগের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদিক নানা ওষুধের উপাদান হিসেবে ব্যবহার হয়। দেখে নিন থানকুনি পাতার উপকারিতা।

মানসিক অবসাদ কমায়: যাঁরা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের জন্য খুব ভালো থানকুনি পাতার রস। থানকুনি স্ট্রেস হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে মানসিক চাপ আর অস্থিরতা দুই কমে। এর ফলে অ্যাংজাইটির আশঙ্কাও কমে যায়।

মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ে : নিয়মিত থানকুনি পাতা খাওয়া শুরু করলে শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং পেন্টাসাক্লিক ট্রিটারপেনস নামের একটি উপাদানের মাত্রা বাড়তে শুরু করে। যার ফলে ব্রেনসেল ভালোভাবে কাজ করতে পারে। ফলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি তো ঘটেই, সেই সঙ্গে বুদ্ধির ধারও বাড়ে চোখে। এই কারণেই ছোট বাচ্চাদের থানকুনি পাতার রস খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। এমনকী অ্যালঝাইমার্সের ওষুধও তৈরি হয় এই পাতার রস থেকে।

ঘুমের সমস্যা: ঘুম হয় না? রাতের পর রাত জেগে কাটান? তাহলে প্রতিদিন সকালে উঠে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে থানকুনি পাতা ভেজানো জল খান। স্নায়ু শিথিল হবে। ঘুম আসবেই।

হঠাত পুড়ে গিয়েছেন ! কী করবেন ?

বাড়িতে রান্না করতে গিয়ে অনেক সময় মা- কাকিমাদের হাতে ছেঁকা লাগে। আবার ভাজাভুজির সময় কড়াই থেকে তেল ছিটকে এসে ক্ষত তৈরি করে। ফোসকা পড়ে যায়। এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু অবহেলা করলে আপাত তুচ্ছ ক্ষতস্থানই বড়সড় সংক্রমণের আকার নিতে পারে। তাই একেবারেই অবহেলা করা ঠিক নয়।

কী করণীয়- প্রথমে দেখে নিতে হবে ক্ষত কতটা গভীর মাইল্ড, মডারেট না সিভিয়ার বার্ন। অনেকেই ছেঁকা লাগলে বা পুড়ে গেলে বরফ ঘষতে থাকেন। কেউ কেউ আবার ক্ষতস্থানে তেলও ব্যবহার করেন। এগুলি কোনওটাই ঠিক নয়। এতে লাভের থেকে ক্ষতিই বেশি। ক্ষত কম বা মাইল্ড হলে ওই অংশটি ভালো করে সাধারণ জলে ধুয়ে নিতে হবে। বরফ বা ঠান্ডা জল ব্যবহার করা যাবে না। তারপর ঘরে অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম থাকলে তা ক্ষতস্থানে হালকাভাবে লাগাতে হবে।

কড়াই, হাঁড়ি বা চাটু থেকে ছেঁকার ক্ষেত্রে এই কৌশল চলতে পারে। কিন্তু, যদি গায়ে গরম জল পড়ে যায় বা স্টোভ-সিলিন্ডার ফেটে ক্ষত তৈরি হয়, তা হলে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করা চলবে না। চামড়া উঠে গেলে অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশটি পাতলা সুতির কাপড় বা গজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। যাতে বাইরের ধুলো-ময়লা সেখানে এসে না পড়ে। এই অবস্থায় দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে। নিতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শমতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ও মাথায় রাখা জরুরি। যেমন, অনেকেই ফোসকা ফাটিয়ে দেন। এটা ঠিক নয়। তাছাড়া পুড়ে যাওয়ার পর ক্ষতস্থানটি ফুলে যেতে পারে। তাই হাত পুড়ে গেলে চুড়ি, আংটি খুলে রাখতে হবে। অনেক সময় হাতে গরম জল পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে পাতলা কাপড় দিয়ে জায়গাটা হালকাভাবে মুছে দিতে হবে। কোনওভাবেই ঘষাঘষি করবেন না। ছোটখাট পোড়া, ছেঁকায় সাধারণভাবে অ্যালোভেরা, মধু, ভিনিগারও বিশেষ উপকারী। ক্ষতস্থানের উপর অ্যালোভেরা জেল লাগালে জ্বালাভাব অনেকটাই কমে। সেইসঙ্গে ঠান্ডা অনুভূতিও মেলে। ক্ষত নিরাময়েও বিশেষ কার্যকরী। পাশাপাশি মধুও অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে খুব ভালো কাজ করে। পুড়ে গেলে ক্ষতস্থানে তা ব্যবহার করলে জ্বালাভাব কমে। অতএব এই ধরনের বিপদ এড়াতে সাবধানে থাকতেই হবে। রান্না করার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া দরকার। রান্নার সময় অ্যাপ্রন, গ্লাভস পরতে পারেন। এতে প্রাথমিকভাবে সমস্যা এড়ানো যায়। তাছাড়া, অনেক সময় শিশুরাও গরম জল-ডালে হাত দিয়ে ফেলে। তাতেও বিপত্তি হয়। এক্ষেত্রে তাদের নজরে রাখতে হবে।

শিশুর মাম্পস হলে করবেন কী?

মাম্পস একটি ভাইরাসঘটিত অসুখ। অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। মাম্পস আক্রান্তের সংস্পর্শে গেলে মাম্পস একটি ভাইরাসঘটিত অসুখ। অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। মাম্পস আক্রান্তের সংস্পর্শে গেলে অন্য সুস্থ ব্যক্তি এই রোগের শিকার হতে পারে। আক্রান্ত বাচ্চার কাশি, থুতু, লালার মাধ্যমে এই ভাইরাস অন্য বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। মাম্পস হলে সাধারণত মানবদেহের লালাগ্রন্থি (স্যালিভারি গ্লান্ড)-সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে। মূলত প্যারোটিড গ্রন্থিকে বেশি এফেক্ট করে মাম্পস ভাইরাস। কানের নীচে চোয়ালের কাছে এই গ্রন্থি থাকে। মাম্পসের টিকা সদ্যোজাতেরও মাম্পস হতে পারে। তবে, সেই সংখ্যাটা নেহাতই হাতেগোনা। সাধারণত একটু বড় বাচ্চাদের মাম্পস হয়। কারণ মায়ের কাছ থেকে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাচ্চার শরীরে ৬ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকে। তাই এক বছরের কম বয়সি বাচ্চার মাম্পস হয়েছে, তা প্রায় দেখাই যায় না। যদি মা ছোটবেলায় মাম্পসের ভ্যাকসিন না নিয়ে থাকেন, তাহলে দেখা যেতে পারে। ৯ মাস বয়সে বাচ্চাকে এমএমআর মাম্পস- মিজিলস- রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন সরকারি টিকাকরণ কর্মসূচিতে বাচ্চাকে এমআর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। তাতে মিজিলস (হাম) আর রুবেলার টিকা থাকে। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, কেন সরকারি উদ্যোগে মাম্পসের টিকা দেওয়া হয় না? যেখানে রাজ্য সহ সারা দেশেই ফের বাচ্চাদের মধ্যে প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। আসলে সরকার সেইসব রোগের ক্ষেত্রেই টিকা দেয়, যেসব রোগে বাচ্চার জীবনহানির আশঙ্কা থাকে। মাম্পসে বাচ্চার অস্বস্তি ও কষ্ট হয়, তবে মৃত্যুর আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই মাম্পস হলে বাচ্চার গুরুতর সমস্যাও তেমন দেখা যায় না। তবে, মেল বেবির ক্ষেত্রে অর্কাইটিস (অণ্ডকোষের প্রদাহ) এবং ফিমেল বেবির ক্ষেত্রে ওফোরাইটিস (ডিম্বাশয়ের প্রদাহ) হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিছু ক্ষেত্রে স্পুটামে সংক্রমণ, প্যানক্রিয়াটাইটিস, এনকেফেলাইটিস, নিউমোনিয়া হতে পারে। অবশ্য, এই ধরনের জটিলতার আশঙ্কা খুবই কম।

একটা বিষয় জেনে রাখা জরুরি, যে কোনও বাচ্চার শরীরে মাম্পস ভাইরাস ঢোকার দু'-তিন সপ্তাহ পরও রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কিন্তু লক্ষণহীন অবস্থাতেই সে অজান্তে অন্য বাচ্চার মধ্যে রোগটি ছড়িয়ে দিতে পারে।

চিকিৎসা: মাম্পসে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট করা হয়। অর্থাৎ উপসর্গ দেখে ওষুধ দেওয়া হয়। যেহেতু জ্বর আসে, তাই প্যারাসিটামল দিতে হয় নির্দিষ্ট ডোজ অনুযায়ী। মাম্পস হলে গাল ফুলে যায়। একদিকের গাল যেমন ফুলে ওঠে, দু'দিকের গালও ফুলতে পারে। সাব ক্লিনিক্যাল মাম্পস হলে জ্বর আসে, তবে গাল ফুলে ওঠাটা অতটা বোঝা যায় না। কিন্তু অন্য কোনও ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

অভিভাবকদের করণীয় নির্দিষ্ট সময়ে এমএমআর ভ্যাকসিন দিতে হবে। মাম্পস আক্রান্তের উপসর্গ দেখা দিলেই ৫-৭ দিন ঘরবন্দি রাখতে হয়। হাঁচি, কাশির মাধ্যমে মাম্পস ভাইরাস ছড়ায়। তাই বাচ্চার মাম্পস হলে তাকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করতে হবে। অন্যান্য সুস্থ বাচ্চার সংস্পর্শে যাতে সে না আসে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাচ্চাদের শেখাতে হবে অযথা নাক, মুখে হাত দেওয়া ঠিক নয়। এছাড়াও খাবার সময় অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খেতে হবে।

বুধবার প্রাণী সম্পদ বিকাশদপ্তরের রাজ্যভিত্তিক দ্বিতীয় পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ছবি নিজস্ব।

কংগ্রেসের ''ভোট চুরি'' অভিযোগের নিন্দা, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, কর্মকর্তা সেনা সদস্য ও কূটনীতিকদের ২০০টিরও বেশি খোলা চিঠি

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : কংগ্রেস ও বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে ২০০টিরও বেশি অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, সরকারি কর্মকর্তা, প্রাক্তন সেনা সদস্য ও কূটনীতিক একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেছেন। এই চিঠিতে কংগ্রেসের ''ভোট চুরি'' অভিযোগের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা বলেছেন, এই অভিযোগগুলি 'রাজনৈতিক হতাশাকে প্রতিষ্ঠানিক সঙ্কটের আড়ালে ঢাকার প্রচেষ্টা' মাত্র।

চিঠিটি ২৭২ জন স্বাক্ষরকারীর সমর্থন পেয়েছে, যার মধ্যে ১৬ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, ১২৩ জন প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তা, ১৩৩ জন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এবং ১৪ জন প্রাক্তন কূটনীতিক রয়েছেন।চিঠিতে বলা হয়েছে, 'আমরা, নাগরিক সমাজের প্রবীণ সদস্যরা, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি যে ভারতের গণতন্ত্র এখন আক্রমণের মুখে, যা শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং তার প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিষাক্ত বাক্যবাণ দ্বারা আক্রমণ করা হচ্ছে। কিছু রাজনৈতিক নেতা, প্রকৃত নীতিগত বিকল্পের বদলে, প্ররোচনামূলক ও অপ্রমাণিত অভিযোগের আশ্রয় নিচ্ছেন।'

এতে আরও বলা হয়েছে, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা এবং অর্জন, বিচার বিভাগের ন্যায়পরায়ণতা, সংসদ এবং তার সাংবিধানিক দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে আগেও এমন আক্রমণ করা হয়েছিল। এখন ভোট চুরি অভিযোগের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে লক্ষ্য করা হচ্ছে।'

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিশন বিজেপির সঙ্গে মিলে ভোট চুরির অভিযোগে সহযোগিতা করছে। তবে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে।

রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী কমিশনের বিরুদ্ধে আক্রমণের বিষয়ে চিঠিতে বলা হয়েছে, 'তিনি নির্বাচনী কমিশনকে বারবার আক্রমণ করেছেন এবং বলেছেন যে, তার কাছে প্রমাণ রয়েছে যে কমিশন ভোট চুরিতে জড়িত। এরকম ''আণবিক বোমা'' মন্তব্যগুলি ''অবিশ্বাস্যভাবে অশোভন''। অথচ, এমন অভিযোগের পরও তিনি কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেননি, যা তার দায়বদ্ধতা এড়ানোর চেষ্টা বলে মনে হয়।'

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, 'কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বামপন্থী এনজিও, কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্কলার এবং কয়েকজন মনোযোগ আকর্ষণকারী ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত মন্তব্য করেছে। তবে, এই অভিযোগগুলি কোনো ভিত্তি ছাড়াই রাজনীতি এবং হতাশার আড়ালে ঢাকা রয়েছে।'

এছাড়া, চিঠিতে কংগ্রেস নেতাদের আচরণকে ''অক্ষম রাগ'' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা বারংবার নির্বাচনে পরাজয় এবং জনগণের সাথে সংযোগের অভাব থেকে উদ্ভূত। 'যখন রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন, তখন তারা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন, পরিবর্তে জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার চেষ্টা করেন না,' চিঠিতে বলা হয়েছে।

প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনারদের নাম উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়েছে, 'প্রাক্তন সিইসি টি এন শেশান এবং এন গোপালস্বামীর দৃঢ় নেতৃত্ব নির্বাচন কমিশনকে একটি শক্তিশালী সাংবিধানিক রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা জনপ্রিয়তার পিছনে ছুটেননি, তারা কঠোরভাবে, নিরপেক্ষভাবে এবং নিঃশঙ্কভাবে নিয়মাবলী প্রয়োগ করেছেন।'

চিঠির শেষে বলা হয়েছে, 'ভারতের নির্বাচন কমিশনকে সাপোর্ট করার জন্য নাগরিক সমাজ এবং দেশবাসীকে একত্রিত হতে হবে, এটা শুধু প্রশংসা নয়, বরং বিশ্বাসের বিষয়। রাজনৈতিক নেতাদের উচিত মিথ্যা অভিযোগ এবং নাটকীয় অভিযোগ বন্ধ করা এবং জনগণের সামনে বাস্তব নীতিগত বিকল্প তুলে ধরা।'

এছাড়া, খোলা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অবৈধ অভিবাসন বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ভারতেরও উচিত নির্বাচনী শুদ্ধতার প্রতি সমানভাবে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া।''আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলব, স্বচ্ছতা ও কঠোরতা বজায় রাখুন, পুরো তথ্য প্রকাশ করুন, প্রয়োজনে আইনগত পথে নিজেদের রক্ষা করুন এবং রাজনীতি ছাড়া আসল নীতি নিয়ে এগিয়ে যান,' চিঠিতে আরও বলা হয়েছে।

TRIPURA STATE AIDS CONTROL SOCIETY

Health & Family Welfare Department

Government of Tripura AKHAURA ROAD, AGARTALA.TRIPURA

F3(2-6)/Estt/Recruitment/TSACS/2024-25/ Dated: November,2025

Employment Notification

Applications are invited in plain paper from the eligible & willing candidates having Indian Nationality & Permanent Resident of Tripura for filling up of different vacant contractual posts under Tripura State AIDS Control Society, Health & Family Welfare Department. Interested candidates are hereby requested to submit their bio data in the prescribed format and submit relevant self-attested documents by hand/registered post in sealed envelope with superscribed name of the post as Application for the post of "addressed to the Project Director, Tripura State AIDS Control Society", opposite to IGM Hospital, Agartala on or before 29th November, 2025 before 4 PM. Applications received beyond the scheduled date & time will not be entertained. Details of the same in uploaded are &www.tsacs.tripura.gov.in & tripura.gov.in). the website.(http://health.tripura.gov.in.

(Dr. Binita Chakma)
Project Director
Tripura State AIDS Control Society

PNIeT No.: 15/EE/WRD-VI/e-tender/2025-26 Dt.10.11.2025

The Executive Engineer, W.R Division No-VI,Kailashahar, Tripura(U). invites e-tender from eligible bidders upto 3-00 PM on 26.11.2025 for 9(Nine) No(s). Emergency MI Maintenance works under W.R Division No-VI, Kailashahar during the year 2025-26. For details visit www.tripura.nic.in or e-mail to eepwdwr6@gmail.com for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Designation: Executive Engineer
Water Resource Division No-VI,
Kailashahar Tripura(U).

ICA/C-3010/25

Notice inviting e- tender

PNIe-T-24/EE/RD/BSGD/SPJ/2025-26/ dt. 18/11/2025

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 01/12/2025 for 2 (Two) nos work. (PWD SOR 2023).

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference Date: 24.11.2025 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

ICA/C-3014/25

বাংলাদেশ ভারত থেকে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে ইন্টারপোলের সাহায্য চায়

ঢাকা, ১৯ নভেম্বর : বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন প্রশাসন শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ভারতের কাছে প্রত্যর্পণ করার জন্য ইন্টারপোলের সাহায্য নিতে প্রস্তুত। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) ঢাকা তাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের প্রশাসন ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাদের আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানের জন্য রেড নোট জারি করতে চায় প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম জানিয়েছেন, 'দ্বিতীয় রেড নোটের জন্য আবেদন করার প্রস্তুতি চলছে। আদালতের প্রদত্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে ইন্টারপোলের মাধ্যমে এই রেড নোটের জন্য আবেদন করা হবে।'

শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামাল ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ঘটে যাওয়া ছাত্র আন্দোলন এবং সহিংসতার সময় মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই আন্দোলনকে ইসলামি উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলি হাইজ্যাক করে এবং শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে অপসৃত হন, এরপর তিনি ভারতে পালিয়ে যান।এছাড়া, সরকারি সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতে শেখ হাসিনা এবং কামালের প্রত্যর্পণ সম্পর্কে একটি নোট পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পাঠানো হতে পারে। তবে, ভারতের পক্ষ থেকে এখনো এই বিষয়ে সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৩ সালে একটি প্রত্যর্পণ চুক্তি সই হয়, যা সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের প্রত্যর্পণের বিষয়ে সহায়ক। তবে, এই চুক্তির অধীনে 'রাজনৈতিক' দৃষ্টিকোণ থেকে কোন আবেদন অগ্রাহ্য হতে পারে। আইন বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এই চাহিদা রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর হয়ে উঠতে পারে এবং এটি আইনি জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।শেখ হাসিনা এবং কামাল এই মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হতে হবে, যা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। তবে, তারা উভয়েই এই দণ্ডকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে' প্রণীত এবং 'বিচার বহির্ভূত' বলে অভিহিত করেছেন।বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই রায়কে 'চালাকি আদালতের রায়' বলে নিন্দা করা হয়েছে এবং তারা এটিকে 'পক্ষপাতদুষ্ট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে মন্তব্য করেছেন।এদিকে, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, এই রায় ছিল 'অনেকটা প্রত্যাশিত' এবং অভিযোগ করেছেন যে, এই আদালত শুধু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে নিঃশেষ করতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গঠন করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T NO-12/EE/DWS/AGT-II/2025-26 Dated-17/11/2025

The Executive Engineer, DWS Division, Agartala-II, PWD(DWS), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering from eligible the Central system State & Public Sector undertaking/Enterprise and Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of work with DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	DNIe-T No : 41/DNIe-T/Ee/ DWS/AGT-II/2025-26	9,52,938.00	19,059.00	90 Days	1,000.00
2	DNIe-T No : 42/DNIe-T/Ee/ DWS/AGT-II/2025-26	9,67,709.00	19,354.00	180 Days	1,000.00
3	DNIe-T No : 43/DNIe-T/Ee/ DWS/AGT-II/2025-26	9,70,066.00	19,401.00	90 Days	1,000.00
4	DNIe-T No : 44/DNIe-T/Ee/ DWS/AGT-II/2025-26	9,64,415.00	19,288.00	365 Days	1,000.00
5	DNIe-T No : 45/DNIe-T/Ee/ DWS/AGT-II/2025-26	9,59,519.00	19,190.00	180 Days	1,000.00
6	DNIe-T No : 46/DNIe-T/Ee/ DWS/AGT-II/2025-26	9,67,115.00	19,342.00	180 Days	1,000.00

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e- 17/11/2025 at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 25/11/2025 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 25/10/2025 on or after 15.30 hours..
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"
(Er. K. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

ICA/C-3018/25

NOTIFICATION

Subject: Last & final provision Aadhaar seeding with Bank account for enabling DBT payment under ST Post-Matric Scholarship (CSS) for the AY/FY 2024-25.

In continuation of earlier notification vide No.I/999338/2025, dated 18/10/2025, this is to inform all concerned that, till date 609 students (FRESH: 459 nos. and RENEWAL: 150 nos.) have not complied the required task of seeding Aadhaar with Bank account and enabling UID for DBT within the scheduled timeline. Consequently, the beneficiary status of these 609 students has been rejected again automatically due to the reasons "UID NEVER ENABLED FOR DBT" and "UID DISABLED FOR DBT".

2. Accordingly, all affected students are again requested to contact their respective banks to seed their Aadhaar number with their bank account in order to receive scholarship payments.

3. In addition, the National Payments Corporation of India (NPCI) has launched the Bharat Aadhaar Seeding Enabler (BASE) platform, which facilitates Aadhaar seeding and de-seeding activities in a self-service mode for Direct Benefit Transfer (DBT). This platform is available on the National Scholarship Portal (NSP) under the "Student Announcement" section at the following link: https://scholarships.gov.in/student-announcements.

4. The concerned students, appended at Annexure-I, are requested to complete the necessary actions by 1st December 2025, repeat 1st December 2025 without fail. Students are also advised to verify the Aadhaar and bank account seeding/ mapping status by visiting the websites: https://www.npci.org.in/ https://uidai.gov.in/

5. The concerned Head of the Institute (HoI) and Institute Nodal Officer (INO) are hereby instructed to ensure that the students have completed the said task within the deadline.

6. The Tribal Welfare Department shall not be held responsible if any student failed to do the aforesaid task within the deadline, and no further provision or extension shall be permitted in this matter.

For more details all concerned may regularly visit the website URL https://twd.tripura.gov.in/notifications.

7. This last & final provision is given as per approval of the competent authority.

(Subhasis Das, TCS, SSG)
Addl. Secretary to the Government of Tripura

ICA/D-1375/25

গুয়াহাটিতে মোহন ভাগবত: 'ভারত এবং হিন্দু অভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্যই হিন্দু পরিচয়ের মূল'

গুয়াহাটি, ১৯ নভেম্বর : দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই 'হিন্দু' হিসেবে পরিচিত করার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি।

ভাগবত বলেন, 'হিন্দু' শব্দটি একটি সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিচয় নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত পরিচয়, যা হাজার বছরের সংস্কৃতিগত ধারাবাহিকতার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, 'যদি মুসলিম ও খ্রিস্টানরা নিজেদের পূজা, রীতিনীতি এবং প্রথা না বদলিয়েও, এই দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করে এবং ভারতীয় পূর্বপুরুষদের প্রতি গর্ব অনুভব করে, তবে তারা হিন্দু।'

ভাগবত দাবি করেছেন, 'ভারত এবং হিন্দু এক ও অভিন্ন।' তিনি বলেন, ভারত একটি ''হিন্দু রাষ্ট্র'' হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতের সভ্যতাগত সত্ত্বা ইতোমধ্যেই সেই ধারণাকে প্রতিফলিত করে। তাঁর মতে, হিন্দু পরিচয় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ছাতার মতো, যা বিভিন্ন রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে ধারণ করতে সক্ষম। ভাগবত তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতি করার জন্য নয়, বরং এটি দেশের জাতীয় ঐক্য ও চরিত্র গঠনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'ভারতের বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আরএসএস-এর কৌশলই হলো আমাদের পদ্ধতি।' এছাড়া, তিনি যুবসমাজকে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন, এবং ভুয়া খবর ও সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

অসমের ''জনসংখ্যা পরিবর্তন'' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভাগবত বলেন, এই বিষয়টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা জরুরি। তিনি অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং ধর্মান্তরের বিষয়ে সতর্কতার কথাও উল্লেখ করেন, যা তাঁর মতে সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে।

তিনি জনসংখ্যা নীতিতে একটি তিন সন্তানের বিধি অনুসরণের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন, যা বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।ভাগবত বলেন, ভারতের ঐক্য ও বৈচিত্র্যের উদাহরণ হিসেবে উত্তরের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি লাচিত বরফুকন এবং শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের মতো মহান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের জাতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করেন।সাম্প্রতিক মন্তব্যে মোহন ভাগবত ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জাতীয় ঐক্যকে আরও দৃঢ় করার উপর জোর দিয়েছেন, এবং তরুণদের মধ্যে একতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য আরএসএস-এর ভূমিকা তুলে ধরেছেন।

বঙ্গোপসাগর এবং কুমারী সাগরের ওপর লো-প্রেশার সিস্টেমের কারণে তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

চেন্নাই, ১৯ নভেম্বর: বঙ্গোপসাগর এবং কুমারী সাগরের ওপর একটি লো-প্রেশার সিস্টেমের সৃষ্টি হওয়ার কারণে তামিলনাড়ু রাজ্যের ময়িলাদুথুরাই ও কুড্ডালোর জেলায় বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)।আইএমডি জানিয়েছে, এটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে পারে, যার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই চেন্নাইয়ে লো-প্রেশার এরিয়া সৃষ্টি হওয়ার কারণে রিক্রিয়াল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে।চেন্নাই শহরের বেশ কিছু অংশে দিনভর মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। তিরুভানামিয়ুর, মাইলাপুর, অডয়ার, পট্টিনপাক্কম এবং মেরিনা বিচের মতো এলাকাগুলিতে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এছাড়া নুংগামবাক্কম, ওয়াডাপালানি, টি.নগর, গুইন্ডি, আন্না নগর এবং কোয়েম্বেডু সহ শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে।শহরের পশ্চিম অংশে, বালসরবকম, মাদুরাওইল এবং বনগারাম এলাকায় হালকা বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ চেন্নাইয়ে আলন্দুর, এয়ারপোর্ট রিজিওন, পল্লাভরম, ক্রোমপেট এবং বনডালুরে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের রাজধানী চেন্নাইয়ের ওল্ড মহাবলীপুরম রোডে, শোলিংনল্লুর এবং চেম্মেনচেরিতে ভারী বৃষ্টি হয়েছে, এবং আশপাশের এলাকা যেমন ওটিয়ামবাক্কম এবং সিথালপাক্কমেও বৃষ্টি হয়েছে।চেন্নাইয়ের চেঙ্গলপট্টু জেলাতেও, কালম্বক্কম, উরাপাক্কম, গুডুবানচেরি এবং কাট্টনকোলাথুরে ভারী বৃষ্টি হয়েছে।এদিকে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় আচমকা ভ্রাী বৃষ্টির কারণে কোর্টালাম মেন ফলস, পুলিয়ারুতি, চিত্তারুতি এবং এন্টারুতি সহ জনপ্রিয় ঝরনাগুলিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এসব ঝরনা এলাকায় পর্যটকদের স্নান করতে নিষেধ করেছে, কারণ পানি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেছে।আইএমডি জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে লো-প্রেশার সিস্টেমটি অক্ষুণ থাকবে এবং পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে চলতে থাকবে, ফলে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ময়িলাদুথুরাই ও কুড্ডালোর জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে, তবে চেন্নাইতে হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। আইএমডি আরও জানিয়েছে যে, ২২ নভেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি নতুন লো-প্রেশার সিস্টেম সৃষ্টি হতে পারে, যা পরবর্তীতে শক্তিশালী হতে পারে এবং এই সপ্তাহের শেষে তামিলনাড়ুতে আরও বৃষ্টিপাত ঘটতে পারে।কর্তৃপক্ষ দুর্বল এবং নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে, কারণ ভারী বৃষ্টির কারণে কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা, ট্রাফিক জ্যাম এবং বন্যা হতে পারে। মৎস্যজীবীদেরও আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বুধবার আগরতলায় তৃণমূল ভবনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল যুব সভাপতি শান্তনু সাহা। ছবি নিজস্ব।

তিনদিনব্যাপী ১৭তম পুলিন দেববর্মা অল ত্রিপুরা মিউজিক কনফারেন্সের শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর: তিন দিনব্যাপী ১৭তম পুলিন দেববর্মা অল ত্রিপুরা মিউজিক কনফারেন্স-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন ত্রিপুরা সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রী অনিমেষ দেববর্মা। অনুষ্ঠানের সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন আয়োজক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ডক্টর মনিকা দাস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার দুই বিশিষ্ট শিল্পী গোপাল বিশ্বাস ও প্রিয়লাল লস্করকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁদের দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই বছর ১৯ থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত সুকান্ত একাডেমি ও টাউন হলে আয়োজিত হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, আলোচনা ও সংগীতানুষ্ঠান।

উদ্বোধনী সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত শিল্পী গোপা চক্রবর্তী তাঁর অনবদ্য উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। পাশাপাশি শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একাধিক আকর্ষণীয় পরিবেশনা উপস্থাপন করে অনুষ্ঠানকে আরও সাফল্য এনে দেয়। সঙ্গীতপ্রেমীদের আগ্রহে ইতিমধ্যেই উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে আয়োজিত স্থানগুলোতে।

ভারতে নতুন কনস্যুলেটের উদ্বোধন রাশিয়ায়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় করার পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রী ড. এস. জয়শংকর বুধবার রাশিয়ায় দুটি নতুন ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেলের উদ্বোধন করেছেন, যা দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ইয়েকাতেরিনবুর্গ এবং কাজান শহরে ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেলগুলি উদ্বোধনকালে জয়শংকর বলেন, 'আজ আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, কারণ আমরা এই দেশে দুটি নতুন কনস্যুলেট যুক্ত করেছি। গত কয়েক মাস ধরে নিরলসভাবে কাজ করা হয়েছে, যাতে এই কনস্যুলেটগুলি শীঘ্রই স্থাপন করা যায়।' তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় কুমার এবং রাশিয়ান ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার আন্দ্রে রুদেনকোর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।রাশিয়ান সরকারের কর্মকর্তারা, কাজান ও ইয়েকাতেরিনবুর্গের গভর্নরের অফিসের প্রতিনিধিরা এবং ভারতীয় কমিউনিটির সদস্যরা এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

রুশ কর্তৃপক্ষের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, জয়শংকর রুদেনকো এবং তাতারস্তান প্রজাতন্ত্র ও স্ভের্দলোভস্ক অঞ্চলের সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

ইয়েকাতেরিনবুর্গের কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরে, জয়শংকর বলেন, 'এটি রাশিয়ার তৃতীয় রাজধানী হিসেবে পরিচিত, যার শিল্পগত গুরুত্ব অপরিসীম। এই শহরটি সাইবেরিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত এবং এখানে ভারী প্রকৌশল, রত্নকাটা, প্রতিরক্ষা উৎপাদন, ধাতুবিদ্যা, পারমাণবিক জ্বালানি, রাসায়নিক এবং মেডিক্যাল সরঞ্জাম উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রয়েছে।'তিনি আরও জানান, 'ইনোপ্রোম' নামে রাশিয়ার একটি অন্যতম আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরাম এখানেই অনুষ্ঠিত হয়, এবং কনস্যুলেটের উদ্বোধন ভারতীয় ও রাশিয়ান শিল্পগুলির মধ্যে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করবে।

কাজান সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, জয়শংকর বলেন, 'এটি রাশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় শহর। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি। মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের পর, কাজান একটি বহু সাংস্কৃতিক এবং বহু-জাতিগত কেন্দ্র, যা রাশিয়া এবং এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এনএইচ—৮ চার লেন প্রকল্পে গতি আনতে রাণীরবাজারে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, উপস্থিত মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর: রাণীরবাজার অগ্নি নির্বাপক স্টেশন থেকে আগরতলার চন্দ্রপুর আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাল পর্যন্ত বিদ্যমান আসাম—আগরতলা জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৮)চার লেনে সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রাণীরবাজার গীতাঞ্জলি হল ঘরে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন ও সড়ক উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সভায় মূলত জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজে জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা ও বাধা নিয়ে আলোচনা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী, দোকান মালিক এবং বসতবাড়ির মালিকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন মন্ত্রী। প্রকল্প বাস্তবায়নে যেসব জমি অধিগ্রহণ বা সমন্বয় প্রয়োজন, সেগুলির সমস্যার সমাধানে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টাই সবচেয়ে জরুরিবলেন তিনি।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, চার লেন প্রকল্প রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। তাই দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করা সরকারের অগ্রাধিকার। আজকের বৈঠকে স্থানীয়দের মতামত ও উদ্বেগ সরাসরি শোনার ফলে সমস্যাগুলির সহজ ও কার্যকর সমাধান পাওয়া গেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন, জমি-সম্পর্কিত বাধাগুলি সমাধান হলে এনএইচ—৮ চার লেন সম্প্রসারণ কাজ আগামি দিনে আরও দ্রুত গতিতে এগোবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি বাকুতে ভারতের ঐতিহ্য ও উন্নতির কথা তুলে ধরলেন

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী ড. চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি ডিজিটাল ইনোভেশন, নবীকরণযোগ্য শক্তি, মহাকাশ গবেষণা এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতায় ভারতের অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, 'প্রবাসী সম্প্রদায় ভারতীয় যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাদের সফলতা ভারতের বৈশ্বিক পরিচিতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।'

ড. পেম্মাসানি তাঁর বক্তব্যে আরও যোগ করেন, 'প্রবাসী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তাদের সন্তানরা দুই সংস্কৃতির মধ্যে ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন তৈরি করে।'তিনি আজারবাইজানের বাকুতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং ১,০০০ জনের বেশি উপস্থিতি নিয়ে এক জমকালো সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আন্তর্জাতিক তেল ও গ্যাস, আতিথেয়তা এবং পণ্য ব্যবসায়ের পেশাদারদের পাশাপাশি ৩৮০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও উপস্থিত ছিলেন।

ড. পেম্মাসানি সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রশংসা করেন এবং বলেন, 'এটি বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিষ্ঠায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যার মধ্যে তিনি ইন্ডিয়ান আজারবাইজান অ্যাসোসিয়েশন, আজারবাইজান তেলুগু অ্যাসোসিয়েশন, বাকু তামিল সংঘম এবং ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ আজারবাইজান-এর কথা উল্লেখ করেন।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, 'এই সভা আধুনিক, দৃঢ় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের প্রতিচ্ছবি, যেটি হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও তার ঐতিহ্যের গভীরতা থেকে নিজেকে পৃথক করেনি।'

তিনি এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে লেখেন, 'তেল ও গ্যাস থেকে শুরু করে আতিথেয়তা পর্যন্ত, প্রতিটি ব্যক্তির যাত্রা সেই শক্তি এবং দৃঢ়সংকল্পের প্রতিফলন, যা গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ফ্যামিলিকে চিহ্নিত করে।'

ড. পেম্মাসানি বলেন, 'বাকুতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার সময়, আমি যুবকদের তাদের দ্বৈত পরিচয় গর্বের সাথে গ্রহণ করতে এবং ভারতের প্রাচীন জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক বহুসাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে উৎসাহিত করেছি।' তিনি ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের ভারতীয় সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার, জ্ঞান শেয়ার করার, তরুণ উদ্যোক্তাদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার এবং ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় অবদান রাখার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করেন, 'ভারতের দরজা সবসময়ই তাদের জন্য খোলা।'

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল : ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

গ্রামীণ এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার রাবার চাষ সহ অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকে উৎসাহ দিচ্ছে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর : গ্রামীণ এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার রাবার চাষ সহ অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকে উৎসাহ দিচ্ছে। মহিলাদের নিয়ে স্বসহায়ক দল গঠন করে তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রির সুযোগও রাজ্য সরকার করে দিচ্ছে। বর্তমানে ত্রিপুরা রাবার উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আরও বেশি জায়গায় রাবার চাষ করে রাজ্যকে প্রথম স্থানে নিয়ে যেতে হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে রাবার বোর্ড আয়োজিত এমরোব ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সিরোমনি ২০২৫ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১৩৩৮০৯ হেক্টর জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে। রাবার উৎপাদন হচ্ছে ১১৬.০৫৮ মেট্রিক টন। রাজ্যকে আত্মনির্ভর করতে রাবার চাষের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিয়ে তাদের রাবার চাষের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। রাজ্যে শিল্পের প্রসারে বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে সাফল্যও আসছে। গত কয়েক বছরে বর্হিরাজ্যে ১২০ জন শিল্পোদ্যোগী ৩৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজ্যের রাবার শিল্পের অগ্রগতিতে মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্পে ৫ বছরের মধ্যে ৩০ হাজার হেক্টর নতুন রাবার বাগান করার কাজ চলছে। রাজ্যের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিতে সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে রাজ্যে রাবার চাষের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, শান্তিরবাজারে রাবার পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাবার বোর্ড অব ইন্ডিয়ার জয়েন্ট রাবার প্রোডাকশন কমিশনার এন সাইলি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাবার বোর্ডের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা এম ভাসান্তাগেশান। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাবার বোর্ড অব ইন্ডিয়ার ড. বিনয় কে কুরিয়ান। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ রাজ্য ও বহিরাজ্যের ২৬ জনের হাতে পুরস্কার, সার্টিফিকেট এবং পুরস্কারের অর্থ তুলে দেন।

জন্মবার্ষিকীতে

● প্রথম পাতার পর

একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান, যেমন ভারতরত্ন, মেক্সিকো অ্যাকাডেমি পুরস্কার (বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের জন্য), এফএও-এর সেকেন্ড অ্যানুয়াল মেডেল, আমেরিকার মাদার্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইতালির ইসাবেলা ডি"এস্টে অ্যাওয়ার্ড।

স্কুটির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে

● প্রথম পাতার পর

করে শান্তির বাজার দমকলবহিনীর কর্মীরা দ্রুত শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ঘাতক ট্রাকটিকে শনাক্ত ও আটক করার জন্য পুলিশ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি নিহত ও আহত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টাও চলছে বলে জানিয়েছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ।

আজ দশমবার

● প্রথম পাতার পর

জোটসঙ্গীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে বড় বিরোধের বিষয় হল স্বরাষ্ট্র দফতর, যা এতদিন নীতীশ কুমারের কাছেই ছিল। জেডিইউ তা ছাড়তে নারাজ, অন্যদিকে বৃহত্তম দল হিসেবে বিজেপি চাইছে গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলিতে বেশি অংশীদারি।

স্পিকারের পদ নিয়েও দুই দলের দাবি জোরালো। আগের বিধানসভায় স্পিকার ছিলেন বিজেপির নন্দকিশোর যাদব এবং ডেপুটি স্পিকার ছিলেন জেডিইউ-র নরেন্দ্র নারায়ণ যাদব। এলজেপি (আরভি) তিনটি, আর হাম ও আরএলএম একটি করে মন্ত্রিপদ পেতে পারে বলে সূত্রের দাবি। জেডিইউ আগের মন্ত্রীদের বেশিরভাগকেই ধরে রাখতে চায়, অন্যদিকে বিজেপি নতুন মুখ আনার পরিকল্পনা করছে।

নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের

● প্রথম পাতার পর

নিখোঁজ ছিলেন। পরিবার ও সহকর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজ সকালে স্কুল সংলগ্ন পুকুরে একটি দেহ ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং দ্রুত গন্ডাছড়া থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে সনাক্ত করে।

পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কিরণ মাঝি মূক ও বধির ছিলেন, পাশাপাশি মানসিকভাবেও কিছু অসুস্থ ছিলেন। তবে কীভাবে তিনি পুকুরে পড়ে গেলেন বা অন্য কোনো কারণে মৃত্যু হয়েছে কি না তা নিয়ে পুলিশ এখনই কিছু বলতে পারছে না।

মৃতদেহে কোনো দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ফলে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মেলাঘরে গর্ভবতী সারমেয়কে

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ অনুযায়ী, বিকাশ দাস, বিভাস দাস ও প্রিয়াঙ্কা সাহা মিলে কুকুরটিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। ঘটনার পর ঝুটন বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ মৃত সারমেয়টিকে নিয়ে থানায় এসে কঠোর আইনের আওতায় দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, এর আগেও বেশ কয়েকবার এই তার বাড়ির কুকুরগুলোকে মেরে ফেলেছে প্রতিবেশীরা। স্থানীয়দের দাবি, এই ধরনের বর্বর ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি।

স্বচ্ছ ও নির্ভুল বিদ্যুৎ পরিষেবায়

● প্রথম পাতার পর

দেববর্মা, আগরতলা ১ নম্বর সার্কেলের এজিএম প্রদীপ সূত্রধর, ২ নম্বর সার্কেলের এজিএম বিক্রম দেববর্মা, ডিজিএম ডিপিএনসি সন্দীপ নন্দী মজুমদারসহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

বিদ্যুৎ ভোক্তা বান্ধব এই ব্যবস্থার উদ্বোধন করে নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা স্পষ্ট করে দেনএটাই ভবিষ্যৎ। প্রথম ধাপে ১ নম্বর সার্কেলের কার্যালয়গুলো প্রিপেইড স্মার্ট মিটারে স্থানান্তরিত হয়েছে। পরে ধাপে ধাপে নিগমের অন্য সার্কেল, সরকারি দপ্তর, শেষ পর্যন্ত সাধারণ গ্রাহকরাও এই সুবিধার আওতায় আসবেন।তিনি আরো জানান, প্রিপেইড স্মার্ট মিটার মানে ভোক্তার হাতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। কত ইউনিট ব্যবহার হল, কত ব্যালেন্স আছে, কখন রিচার্জ দরকারসবকিছু ভোক্তা প্রতিদিন দেখতে পারবেন। কোনো আন্দাজ নয়, কোনো দৌড়াদৌড়ি নয়। বিল ভুল হওয়ার আশঙ্কা নেই, কারণ মিটার নিজেই হিসাব রাখবে। আরেকটা বড় স্বস্তিমিটার রিডারের অপেক্ষায় থাকতে হবে না। এক অ্যাপেই সব। যখন খুশি, রাত হোক বা ভোর, গ্রাহক রিচার্জ করে নিতে পারবেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারের হিসাব চোখের সামনে থাকায় স্বভাবতই অপচয় কমবে, বাড়বে সচেতনতা। মানুষ নিজের খরচ নিজের মতো সাজিয়ে নিতে পারবেন, যা শেষ পর্যন্ত সাশ্রয়ের পথ খুলবে। বিদ্যুৎ নিগমের এই উদ্যোগ শুধু প্রযুক্তির আপডেট নয়, ভোক্তাদের জীবনকে একটু সহজ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। আগরতলার এই সূচনা তাই অনেকটাই ভবিষ্যতের দরজা খুলে দেওয়ার মতোযেখানে পরিষেবা হবে বেশি নির্ভুল, বেশি স্বচ্ছ, আর নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরাসরি ভোক্তার হাতে।

ত্রিপুরায় আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

● প্রথম পাতার পর

নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ত্রিপুরা মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ২২টি নাইট গার্ড (গ্রুপ-ডি) পদে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী জানান, বিভিন্ন দপ্তরে ৪০৭ জন বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ রাজ্য সরকারের জনদরদি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও জানান, শূন্যপদে লোক নিয়োগের পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গতকাল মন্ত্রিসভায় গৃহিত হয়েছে। তিনি জানান, টি.আই.টি.-কে ত্রিপুরা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগরতলা মহিলা কলেজকে রাজ্য সরকারি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গতকালের বৈঠকে সাংবাদিকদের অতিরিক্ত সুবিধা বিবেচনায় ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিমের সংশোধন করা হয়েছে।

দীপান্বিতার মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

মহিলা কংগ্রেসের নেত্রীগণও। দীপান্বিতার বাবা - মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সমবেদনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার এধরনের অমানবিক আচরণের নিন্দা জানিয়েছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা যেন ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আরো বেশি যত্নশীল হন তারও দাবি জানান তারা।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। বুধবার কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা দীপান্বিতার বাড়িতে পৌঁছে পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পরিবারকে মানসিক সহপ্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় রাজ্যে শিশু নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

এদিকে এই ঘটনায় মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সদর বিভাগীয় কমিটি। তারা দাবি জানান, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহ শিক্ষা দপ্তর যেন এই সকল বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আরো বেশি যত্নশীল হন, তার দাবি জানিয়েছেন নেতৃত্বগণ।

উল্লেখ্য, ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অবহেলার জেরেই দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া দ্বীপান্বিতা পাল প্রাণ হারিয়েছে বলে দাবি তার পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে ৯ নভেম্বর। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সেদিন স্কুলে একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। দ্বীপান্বিতা অসুস্থ অনুভব করে শিক্ষিকাকে জানালেও তাঁর অভিযোগ উপেক্ষা করা হয়। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছোট্ট দ্বীপান্বিতা। চিকিৎসকেরা জানান, সে সান স্ট্রোকের শিকার হয়েছে এবং তার শরীরের একটি অংশ প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। টানা চিকিৎসার পরও অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার চিকিতাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় দ্বীপান্বিতার। স্থানীয়দের দাবি, শিশুটির মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

প্রাকৃতিক কৃষি

● আটের পাতার পর

ফসলের স্বাদের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ফলন আগের তুলনায় তাজা হয়েছে। রোগ পোকার আক্রমণ কম হয়েছে কারণ সপ্তাহে ১ বার গোমূত্র ও জৈব কীটনাশক ব্যবহার করেছেন। কিছু ফাদ ফসল যেমন গাঁদা ফুল, সরিষা চাষ করা হয়েছে।

তিনি বাজারে তার জৈব পণ্যের জন্য গ্রাহকদের প্রশংসা পেয়েছেন। এই সাফল্য অন্যান্য গ্রামবাসীদের অনুপ্রাণিত করেছে, এবং এখন গ্রামের প্রায় ২৩২টি পরিবার এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। সব পরিবার প্রাকৃতিক চাষ প্রকল্পের অধীনে আদা , লাউ , শাখ, মটর , মাসুরি ডাল চাষ করেছে। একইভাবে, এই গ্রামে, কৃষক বাবুল নট্ট , শিবু শীল তাদের ১ কানি জমিতে মিশ্র ফসল চাষ (ইন্টারক্রপিং) এবং প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করে ডাল, মিলেট, গাঁদা ফুল এবং সবজি চাষ করছেন। তিনি জীবামৃত দিয়ে ব্যাবহার করেন এবং শুকনো পাতা দিয়ে মালচিং করেন। ফলস্বরূপ, তার জমির মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তিনি কম জল ব্যবহার করে বেশি ফলন অর্জন করেছেন। কৃষি সখী অর্চনা নট্ট এর মতে, "এই পদ্ধতি আমার কৃষি খরচ প্রায় কমিয়ে এনেছে, এবং আমার ফসল এখন বাজারে স্বাদের জন্য বিখ্যাত।" তিনি এখন স্থানীয় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এসএইচজি) সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

প্রাকৃতিক কৃষি-এর সুবিধা প্রাকৃতিক কৃষি কৃষকদের জন্য একাধিক সুবিধা নিয়ে আসে। প্রথমত, এটি কৃষির খরচ কমায়। রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে পাওয়া গোবর, গোমূত্র, এবং জৈব পদার্থ ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়ত, এটি মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে। গানাজীবামৃত এবং দ্রবজীবামৃতের মতো জৈব সার মাটির জীবাণু এবং কেঁচোর কার্যকলাপ বাড়ায়, যা মাটির উর্বরতা বজায় রাখে। তৃতীয়ত, এই পদ্ধতি জলের ব্যবহার ৫০-৬০ু কমায়, যা শুষ্ক অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

এছাড়া, প্রাকৃতিক কৃষি মিশ্র ফসল চাষের উপর জোর দেয়, যা কৃষকদের একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম করে। এটি আয়ের বৈচিত্র্য আনে এবং বাজারের ঝুঁকি কমায়। উদাহরণস্বরূপ, চম্পামুড়া গ্রামের কৃষকরা ধানের পাশাপাশি মিলেট, ডাল, এবং শাকসবজি চাষ করছেন, যা তাদের আয় বাড়িয়েছে। এই পদ্ধতি পরিবেশের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, কারণ এটি রাসায়নিক দূষণ এবং মাটির ক্ষয় কমায়।

সরকারি ও সম্প্রদায়ের ভূমিকা প্রাকৃতিক কৃষি-এর প্রসারে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং কৃষি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, যাতে তারা গানাজীবামৃত, দ্রবজীবামৃত, এবং নিমাস্ত্রের মতো জৈব সার এবং কীটনাশক তৈরি করতে পারেন। ত্রিপুরা সরকারও রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক কৃষি যোজনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক কৃষির জন্য ভর্তুকি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

কৃষকরা নিয়মিত সভা করে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এই গোষ্ঠীগুলি কৃষকদের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান এবং সম্প্রদায়ের সমর্থন বাড়ায়। এছাড়া, স্থানীয় বাজারে জৈব পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কৃষকরা তাদের পণ্যের জন্য মূল্য পাচ্ছেন।

চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান প্রাকৃতিক কৃষি গ্রহণে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, রাসায়নিক কৃষি থেকে প্রাকৃতিক কৃষিতে রূপান্তরে ২-৩ বছর সময় লাগতে পারে, যা কিছু কৃষকের জন্য ধৈর্য্যের পরীক্ষা। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক কৃষি পণ্যের জন্য স্থানীয় বাজারের অভাব একটি সমস্যা। তবে, স্থানীয় এনজিও এবং সরকারি উদ্যোগ এই সমস্যার সমাধানে কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষকদের জন্য প্রাকৃতিক কৃষি সার্টিফিকেশন এবং সরাসরি বাজার সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে।

এছাড়া, প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞানের অভাব কিছু কৃষকের জন্য বাধা। তবে স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এই সমস্যা সমাধানে সহায়ক। কৃষকরা এখন এই পদ্ধতির সুবিধা সম্পর্কে আরও সচেতন হচ্ছেন।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রাকৃতিক কৃষি ত্রিপুরার কৃষকদের জন্য একটি টেকসই এবং লাভজনক বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এটি কেবল কৃষকদের আর্থিক স্বাধীনতাই নিশ্চিত করছে না, বরং পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবদান রাখছে। ত্রিপুরা সরকার যদি এই পদ্ধতির প্রসারে আরও বিনিয়োগ করে এবং কৃষকদের জন্য বাজার সংযোগ স্থাপন করে, তবে এটি রাজ্যের কৃষি খাতে একটি নতুন বিপ্লব আনতে পারে।

চম্পামুড়া মতো গ্রামগুলি প্রমাণ করছে যে, প্রাকৃতিক কৃষি কেবল একটি কৃষি পদ্ধতি নয়, বরং একটি জীবনধারা, যা কৃষকদের স্বনির্ভরতা এবং পরিবেশের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখতে শেখায়। এই গ্রামের কৃষকদের সাফল্যের গল্প অন্যান্য গ্রামের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
20-11-2025, 00:07

খেলাধুলা

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এনএসআরসিসি-কে বিদায় জানিয়ে কর্নেল সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছিটকে গেল এনএসআরসিসি। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে হেরে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পরিচালিত অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলো কর্নেল কোচিং সেন্টার। বুধবার ডক্টর বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে কর্নেল শিবির মুখোমুখি হয় এনএসআরসিসির। এই ম্যাচের কর্নেল শিবির র ৯৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিল আরসিসিকে। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করে কর্নেল শিবির। নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে কর্নেল এর স্কোর দাঁড়ায় ১৫০ রানে। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে সর্বাধিক রান করে আরিয়ান সিং ৪৪। এছাড়া রুদ্রবীর রায় ৩৯, যাত্রা দে ২৭ রান করে। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৩ রানের। বল হাতে এন এস আরসিসির পক্ষে দ্বীপ দেব কুড়ি রানে তিনটি উইকেট নেয়। এছাড়া একটি করে উইকেট ভাগ করে রনক দাস, কৌশিক ঘোষ এবং অর্পিত চৌধুরীরা। এই ম্যাচ থেকে জয় পেতে হলে এন এস আরসিসির প্রয়োজন ছিল ১৫১ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল শুরু থেকেই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আর এই চাপ সামলানো গেল না আরসিসি ক্রিকেটারদের পক্ষে। সুবাদে ২৬ দশমিক দুই ওভারেই সব উইকেট হারিয়ে এনএসআরসিসি স্কোর থেমে গেল ৫৭ রানে। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে রনক দাস ২৪, দীপ দেব ১৪ উল্লেখযোগ্য রান করলেও আর একজন ব্যাটসম্যান ও ভরসা জোগাতে পারেনি। স্পষ্ট করে বললে কর্নেলের বোলাররা দুর্দান্ত মেধাজে বোলিং করে। যার ফলে আরসিসির ব্যাটসম্যানরা উইকেটে জমতেই পারল না। বিজয়ী দলের পক্ষে দেব ভৌমিক বাইশ রানে চারটি উইকেট নেয়। দুটি করে উইকেট নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলো আরিয়ান সিং এবং দেবারপন পালরা। এই জয়ের সুবাদে অনায়াসেই সেমিতে পৌঁছে গেল কর্নেল কোচিং সেন্টার। আরিয়ান সিংহ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

টিএফএ-র গভর্নিং বডির বিশেষ বৈঠক আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের গভর্নিং বডির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১ নভেম্বর। আগরতলা সিটি সেন্টার স্থিত এসোসিয়েশনের কার্যালয় এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শুরু হবে বৈঠক। মূলতঃ গত গভর্নিং বোর্ডের সভার সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা, আসন্ন সন্তোষ ট্রফি ও নতুন আজীবন সদস্য মনোনয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে আলোচনা হবে। তাই নির্ধারিত সময়ে গভর্নিং বডি সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য আহবান জানান ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী। এবার এই বিশেষ অনুষ্ঠান ২৬ নভেম্বর, বেলা সাড়ে বারোটায় শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফেসর মানিক সাহা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে কথা রয়েছে। এছাড়া যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পেট্রন রতন সাহা, সভাপতি প্রণব সরকার, সম্পাদক অমিত চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন।

ক্ষুদ্রতম দেশ হিসাবে বিশ্বকাপ ফুটবলে দেড় লক্ষ লোকের কুরাসাও, একসঙ্গে যোগ্যতা অর্জন ইউরোপের পাঁচ দেশের, বাকি থাকল ছ'টি জায়গা

কিছু দিন আগেই ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে চমকে দিয়েছিল সাড়ে পাঁচ লক্ষের দেশ কেপ ভার্দে। সেই নজিরকেও টপকে গেল কুরাসাও। দেড় লক্ষ জনসংখ্যার এই দেশ পরের বছর বিশ্বকাপ খেলবে। এ দিকে, মঙ্গলবার রাতে ইউরোপের পাঁচটি দেশ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে।সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে ৪২টি দেশ যোগ্যতা অর্জন করে গেল। ইউরোপ থেকে আরও চারটি দেশ প্লে-অফের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করবে। বাকি দু'টি দেশ যোগ্যতা অর্জন করবে আন্তর্মহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে। পরের বছর মার্চে হবে এই যোগ্যতা অর্জন পর্ব। অবশ্য তার আগে বিশ্বকাপের সূচি তৈরি হয়ে যাবে। ৫ ডিসেম্বর আমেরিকার জন এফ কেনেডি সেন্টারে ড্র হবে।মঙ্গলবার রাতে জামাইকার সঙ্গে ০-০ ড্র করে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে কুরাসাও। কনকাকাফ থেকে বিশ্বকাপে যাচ্ছে পানামা এবং হাইতিও। নিজেদের মহাদেশীয় যোগ্যতা অর্জন পর্বে কুরাসাও অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপে যাচ্ছে। তাদের কোচ ডিক অ্যাডভোকাট পারিবারিক কারণে দেশে ফেরায় ডাগআউটে ছিলেন না। কোচকে ছাড়াই ইতিহাস তৈরি করল কুরাসাও।সে দেশের ইতিহাস অনুযায়ী, গত জানুয়ারি পর্যন্ত কুরাসাওয়ের জনসংখ্যা ছিল ১,৫৬,১১৫। এর আগে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসাবে বিশ্বকাপ খেলার নজির ছিল আইসল্যান্ডের। ২০১৮ বিশ্বকাপে খেলেছিল সাড়ে তিন লক্ষের এই দেশ। সেই নজির ছাপিয়ে গেল কুরাসাও। পানামা দ্বিতীয় বার বিশ্বকাপ খেলবে। তারা ৩-০ হারিয়েছে এল সালভাদরকে। হাইতি ২-১ হারিয়েছে নিকারাগুয়াকে।এ দিকে, ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলবে স্কটল্যান্ড। একটি অসাধারণ বাইসাইকেল কিক এবং সংযুক্তি সময়ের দু'টি গোলে ডেনমার্ককে হারিয়েছে তারা। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে স্পেন, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া এবং সুইৎজারল্যান্ডও। স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে যেতে গেলে ডেনমার্ককে হারাতেই হত। তিন মিনিটেই স্কট ম্যাকটোমিনের বাইসাইকেল কিকে এগিয়ে যায় স্কটিশরা। দ্বিতীয়ার্ধে ডেনমার্কের রাসমাস হোয়লুন্ড সমতা ফেরান। ৭৮ মিনিটে লরেন্স শাঙ্কল্যান্ডের গোলে আবার এগিয়ে যায় স্কটল্যান্ড। চার মিনিট পরে সমতা ফেরায় ডেনমার্ক। একটি পয়েন্ট পেলেই ডেনমার্কের বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়ে যেত। তবে সংযুক্তি সময়ে কিয়েরান টিয়ের্নি এবং কেনি ম্যাকলিনের গোল স্কটিশদের বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে।স্পেন ২-২ ড্র করেছে তুরস্কের সঙ্গে। দানি অলমো স্পেনকে এগিয়ে দেওয়ার পর দেনিজ গুল এবং সালিহ ওজকানের গোলে এগিয়ে যায় তুরস্ক। ৬২ মিনিটে সমতা ফেরান মিকেল ওয়ারজাবাল। বেলজিয়াম ৭-০ গোলে হারিয়েছে লিচেনস্টাইনকে। চার্লস দে কেতেলায়েরে এবং জেরেমি ডোকু দু'টি করে গোল করেছেন। সুইৎজারল্যান্ড ড্র করেছে কসোভোর সঙ্গে। অস্ট্রিয়াও ঘরের মাঠে ড্র করেছেন বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার সঙ্গে।

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট : অনুরাগীকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নকআউট টিকেট অনুরাগী। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ব্লাড মাউথ সেমিফাইনালে পৌঁছলো। মাত্র তিন রানের জন্য শতক হলো হাতছাড়া। এরপরও শ্রেয়ান ভৌমিক যে মানের ব্যাটিং করলেন তা তারিফ করার যোগ্য। বুধবার সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট এ নরসিংগর স্থিত পঞ্চায়েত মাঠে কোয়ার্টার ফাইনালে ব্লাডমাউথ ক্লাব মুখোমুখি হয় ক্রিকেট অনুরাগীর। এই ম্যাচে ব্লাড মাউথ শিবির ৮২ রানের ব্যবধানে ক্রিকেট অনুরাগীকে হারিয়ে অনায়াসেই পৌঁছে গেলো সেমিফাইনালে। এদিন টসে জয়লাভ করে ব্লাডমাউথ শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে দলের দুজন ব্যাটসম্যান ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে কিন্তু আর কেউই সেরকম ভরসা জোগাতে পারেনি ব্লাডমাউথকে। উইকেট আগলে শ্রেয়ান ভৌমিক এবং সৌম্যজিৎ মজুমদার স্কোরকে টানতে থাকে। শ্রেয়ান ভৌমিক ১৩২ বল খেলে ১৭টি চারের সাহায্যে দুর্দান্ত মেজাজে ৯৭ রান করে। এছাড়া সৌম্যজিৎ মজুমদার ৫০ বল খেলে ৫২ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ২২ রানের এবং দেবকল্প রবিদাস অর্জন করে ১৬ রান। সুবাদে নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ব্লাড মাউথের স্কোর দাঁড়ায় ২০২ রানে। বল হাতে ক্রিকেট অনুরাগীর পক্ষে দুইটি করে উইকেট নেয় বিশাল রুদ্র পাল, বিপ্লব ত্রিপুরা এবং প্রসেনজিৎ দেবনাথরা। জয়ের জন্য ক্রিকেট অনুরাগীর সামনে লক্ষ মাত্রা দাঁড়ায় ২০৩ রানের। যাকে পাল্টা খেলতে নেমে দল উনচল্লিশ দশমিক দুই ওভারে সব উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১২০ রান। দলের পক্ষে উদয়ন পাল ৩৩, বিশাল রুদ্র পাল ১৭ এবং নিশিকান্ত বিন ৩৮ রান করতে সক্ষম হয়। এক্সট্রা খুব বেশি পাইনি দল। মাত্র ১৩ রানের ভরসা পায় ক্রিকেট অনুরাগী। ব্লাডমাউতের পক্ষে বল হাতে তিনটি করে উইকেট নেয় দীপ সাহা ও অরিজিৎ অধিকারীরা। একটি করে উইকেট নেয় অভয় দেব সিং, দেবরাজ দত্ত ও দেবকল্প রবি দাসরা। সুবাদে প্রত্যাশিতভাবেই সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ব্লাড মাউথ ক্লাব। শ্রেয়ান পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আলাদা গাড়িতে ফিজিয়োর সঙ্গে কলকাতা বিমানবন্দরে গেলেন শুভমন, নেক কলার পরেই গুয়াহাটির বিমান ধরলেন ভারত অধিনায়ক

বুধবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দিয়েছিল, শুভমন গিল গুয়াহাটি যাবেন। সেই মতো বুধবার কলকাতা থেকে গুয়াহাটি উড়ে গেলেন ভারত অধিনায়ক। তবে দলের সঙ্গে কলকাতা বিমানবন্দরে যাননি তিনি। আলাদা একটি গাড়িতে যান শুভমন। সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের ফিজিয়ো।'বেভস্পোর্টস' জানিয়েছে, বাকি দল একসঙ্গে বাসে করে বিমানবন্দরে গেলেও শুভমন একটি আলাদা গাড়িতে সেখানে পৌঁছোন। তাঁর সঙ্গে ফিজিয়ো ছিলেন। বিমানবন্দরে শুভমনের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নেক কলার পরেই বিমানবন্দরে ঢুকছেন তিনি। পিছন ফিরে কাউকে দেখতে হলে পুরো শরীর ঘোরাতে হচ্ছে তাঁকে। বোঝা যাচ্ছে, এখনও ঘাড় ঘোরাতে সমস্যা হচ্ছে ভারত অধিনায়কের। তবে সেই অবস্থাতেই গুয়াহাটি গিয়েছেন শুভমন।বুধবার দুপুর ১২.৩৫ মিনিটে শুভমনের স্বাস্থ্য নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে বোর্ড। তারা জানিয়েছে, ইডেনে দ্বিতীয় দিনের খেলাশেষে শুভমনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। পরের দিনই তিনি ছাড়া পান। যে চিকিৎসা তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাতে ভাল ভাবেই সাড়া দিয়েছেন শুভমন। তাই ১৯ নভেম্বর দলের সঙ্গেই তিনি গুয়াহাটি যাবেন। দ্বিতীয় টেস্টে শুভমনের খেলা নিয়ে বোর্ড জানিয়েছে, চিকিৎসকেরা নিয়মিত শুভমনের ঘাড়ের চোটের খেয়াল রাখবেন। তার উপর ভিত্তি করেই ঠিক করা হবে তিনি দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন কি না। অর্থাৎ এখনও দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে যাননি ভারত অধিনায়ক।বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছিল, ইডেন টেস্টের দ্বিতীয় দিন ঘুম থেকে ওঠার পরেই শুভমন ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করেন। তার জন্য তিনি ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়েছিলেন। তাতেও লাভ হয়নি। ব্যাট করতে নামার আগেও তিনি ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়েছিলেন। নিজের তৃতীয় বলে সাইমন হারমারকে স্লগ সুইপ মারতে গিয়ে ঘাড়ে আবার ব্যথা শুরু হয়েছিল শুভমনের। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে চলে এসেছিলেন ফিজিয়ো। পরীক্ষা করার পর শুভমনকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মাত্র তিন বল ক্রিজে ছিলেন শুভমন। সমস্যা এতটাই যে, ঘাড় ঘোরাতেই পারছিলেন না তিনি। মেরুদণ্ডেও সমস্যা রয়েছে বলে জানা গিয়েছিল।হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর এমআরআই হয়েছিল শুভমনের। সেখানেও ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এক বছর আগে এমনই একটি চোট পেয়েছিলেন শুভমন। তখনও এমআরআই করানো হয়েছিল। তখনকার এবং এখনকার এমআরআই-এর ফলাফলের মধ্যে মিল রয়েছে।রবিবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছিল শুভমনকে। টিম হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে খবর, রবিবার হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই দলের হার দেখেছিলেন শুভমন। ভারত যে ভাবে ইডেন গার্ডেন্সে আড়াই দিনে টেস্ট হেরেছে তাতে মনমরা তিনি। শুভমন হয়তো ভাবছিলেন, তিনি থাকলে খেলার ফল অন্য হতে পারত। কারণ, দুই ইনিংসেই ১০ জনে ব্যাট করতে হয়েছে ভারতকে। সেই কারণে দলের হারে আরও কষ্ট হয়েছে অধিনায়কের।রবিবার খেলাশেষে উডল্যান্ডস হাসপাতালে শুভমনকে দেখতে গিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি প্রথমে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে শুভমনের সঙ্গে ১০-১৫ মিনিট কথা হয় তাঁর।বাংলার ক্রীড়া সংস্থা সূত্রে খবর ছিল, সৌরভকে শুভমন জানিয়েছেন, হাসপাতালে দমবন্ধ লাগছে তাঁর। এই কঠিন সময়ে দলের সঙ্গে থাকতে চান তিনি। তাই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছিল।

কোচবিহার ট্রফি : হরিয়ানার বিরুদ্ধে অনবদ্য ব্যাটিং দেবাংশুর, অপরাজিত ১৪৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন খেলেছে ত্রিপুরা দল। কর্তৃত্বপুর্ন ব্যাটিং উপহার দিয়েছে। সরাসরি জয় অনেকটা কঠিন ছিল। শেষ পর্যন্ত ছয় পয়েন্ট হাতছাড়া হলেও ৩ পয়েন্ট ধরে রেখে যথেষ্ট অনবদ্য পারফরম্যান্সের নজির রেখেছে ত্রিপুরার অনূর্ধ ১৯ কোচবিহার ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা। দ্বিতীয় ইনিংসে হরিয়ানাকে আরও একটু আগে অর্থাৎ শতাধিক কম রানে থামিয়ে দিতে পারলে, হয়তো আজ ফলাফল অন্যরকম হতো। সরাসরি জয়ের আনন্দের মধ্য দিয়েই কোচবিহার ট্রফিতে লীগ সূচনা করতে পারতো ত্রিপুরা দল। তবে দেবাংশু দত্তের অনবদ্য ব্যাটিং প্রত্যেকেরই নজর কেড়েছে। দেবাংশু যেভাবে উইকেটে আগলে দিনভর টিকে থেকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছে, সেটাও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ২৮ রান হাতে নিয়ে ব্যাট করতে নেমে আজ, বুধবার দিনভর খেলে আট উইকেট হারিয়ে ২৬৫ রানে থেমেছে। খেলার শেষ বল পর্যন্ত দেবাংশু দত্ত অপরাজিত থেকে ১৪৩ রান সংগ্রহ করেছে। দেবাংশু ২৩৯ টি বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৪৩ রান পায়। তবে জয় চক্রবর্তীর ৪৭ রান, সিদ্ধার্থ দেবনাথের ২০ রান এবং অর্কজিত পালের ১৯ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ত্রিপুরা দল ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। সফরকারি হরিয়ানা পেয়েছে এক পয়েন্ট। উল্লেখ্য, হরিয়ানার বোলার আরব জেপ ৩৭ রানে তিনটি এবং নিধীশ গৌড় ২২ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে।

মহিলা ফুটবল সুপারে স্পোর্টস স্কুল জয়ী জম্পুইজলা পুলিশের ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহিলা ফুটবলের সুপার লিগ শুরু হয়েছে। সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে একমাত্র গোলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল দারুণ জয় ছিনিয়ে সাফল্যের লক্ষ্যে এক কদম এগিয়ে রয়েছে। সুপার লিগের প্রথম দিনের অপর ম্যাচটি ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং জম্পুই জলা প্লে সেন্টার এর মধ্যে। খেলাটি গোলশূন্য ড্র তে নিষ্পত্তি হয়। প্রথম ম্যাচে স্পোর্টস স্কুলের জয় অনেকটা কাজে আসবে। ত্রিপুরা ফুটবলের অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে আজ, বুধবার থেকে সুপার লিগের ম্যাচ শুরু হয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা দুইটায় প্রথম ম্যাচে স্কুল ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে বিশ্রামগঞ্জকে পরাজিত করেছে। খেলার প্রথমার্ধের ৩২ মিনিটের মাথায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের স্মৃতি মগ-এর গোলটি শেষ পর্যন্ত জয় সূচক গোলে রূপান্তরিত হয়। কেননা প্রথমার্ধের পরবর্তী সময় এবং দ্বিতীয়ার্ধের পুরো সময় দুই দলের মধ্যে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও দ্বিতীয় গোলের সন্ধান কেউ পায়নি। তবে অনবদ্য খেলার স্বীকৃতি হিসেবে স্পোর্টস স্কুলের কেয়া দেববর্মা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। বিকেল চারটায় দিনের অপর খেলা অর্থাৎ ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের মধ্যে খেলাটি গোলশূন্য ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। পুরো খেলায় দু দলের খেলোয়াড়রা পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ রচনার পাশাপাশি গোলের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত কেউ সাফল্য পায়নি। দুদল পয়েন্ট এক-এক করে ভাগ করে নিয়েছে।

শীর্ষস্থান হারালেন রোহিত, এক দিনের ক্রমতালিকায় শীর্ষে এক কিউয়ি, না খেলেই উপরে উঠলেন শ্রেয়স

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শতরান-সহ সিরিজের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার পুরস্কার পেয়েছিলেন রোহিত শর্মা। আইসিসি-র এক দিনের ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে উঠেছিলেন তিনি। কয়েক সপ্তাহ পর শীর্ষস্থান হারালেন রোহিত। দ্বিতীয় স্থানে নামলেন তিনি। শীর্ষে উঠলেন নিউ জিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল। রোহিত যেমন না খেলেই নামলেন, ঠিক তেমনই মাঠে না নেমেই ক্রমতালিকায় উঠলেন শ্রেয়স আয়ার।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে শতরান করেছেন মিচেল। এক দিনের ক্রিকেটে এটি তাঁর সপ্তম শতরান। ভাল খেলায় এক নম্বরে উঠেছেন তিনি। মিচেলের পয়েন্ট ৭৮২। রোহিত মাত্র এক পয়েন্ট পিছিয়ে। ৭৮১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে তিনি।মিচেল নিউ জিল্যান্ডের দ্বিতীয় ব্যাটার যিনি এক দিনের ক্রমতালিকায় শীর্ষে উঠেছেন। এর আগে ১৯৭৯ সালে গ্লেন টার্নার এক দিনের ক্রমতালিকায় শীর্ষে উঠেছিলেন। কেন উইলিয়ামসনের মতো ব্যাটারও কোনও দিন আইসিসি ক্রমতালিকায় এক নম্বরে উঠতে পারেননি। সেটাই করে দেখালেন মিচেল।প্রথম দশে ভারতের আরও তিন ব্যাটার রয়েছেন। চার নম্বরে রয়েছেন অধিনায়ক শুভমন গিল। পাঁচ নম্বরে বিরাট কোহলি। তাঁর নীচেই পাকিস্তানের বাবর আজম। শ্রেয়স ছিলেন ন'নম্বরে।

জাতীয় দলের জার্সির আশা ছাড়ছেন না অভিমন্যু

অভিমন্যু ঈশ্বরণও কি রাজিন্দর গোয়েল, পদ্মাকর শিভালকর, অমল মুজুমদার, জলজ সাক্সেনার উত্তরসূরি হতে চলেছেন? মানে যাঁরা ঘরোয়া ক্রিকেটে ঝুড়ি-ঝুড়ি রান করে বা উইকেট নিয়েও কোনওদিন নীল টুপি মাথায় তুললে পারেননি। গত কয়েক বছরে একটার পর একটা সিরিজে টেস্ট দলের অংশ হলেও অভিষেক হয়নি বাংলার রনজি অধিনায়কের। ফলে আরও বাড়ছে পূর্বে উল্লেখিত ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রবাদপ্রতিম সব নামের সঙ্গে অভিমন্যুর একাসনে বসা নিয়ে জল্পনা।

সদ্য ভারত 'এ' দলের হয়ে দুই ইনিংসেই শূন্য রানে আউট হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে। তারপরও অভিমন্যু নীল জার্সিতে অভিষেকের আশা ছাড়ছেন না। সরাসরিই বলছেন, "আমি এখনও দেশের হয়ে খেলার বিষয়ে আশাবাদী। সেই স্বপ্ন এখনও দেখি।" তবে এভাবে একটার পর একটা সিরিজে দলের সঙ্গে ঘোরাটা যে চ্যালেঞ্জ, অস্বীকার করছেন না অভিমন্যু। "পরিস্থিতিটা কখনও কখনও দমবন্ধকর হয়ে ওঠে ঠিকই। তবে সত্যি বলতে প্রত্যেকের জীবন ভিন্ন। প্রত্যেকের যাত্রাপথ ভিন্ন। কে কীভাবে সেই যাত্রাপথের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে, সেটাই আসল। নিজের উপর ভরসা রাখতে হবে। পথটা উপভোগ করতে হবে। ক্রিকেট এমন খেলা, এতে ওঠা-পড়া লেগেই থাকে। তবে উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। আর সুযোগ পেলে তা হাতছাড়া করা যাবে না," নিজেকেই যেন মন্ত্র দিচ্ছেন অভিমন্যু। তিনি টেস্ট স্কোয়াডে ডাক পাওয়ার পর ভারতীয় দলের হয়ে লাল বলের ফরম্যাটে অভিষেক হয়েছে মোটামুটি ১৫ জনের। তবে শিকে ছেড়েনি অভিমন্যুর।

সোমবার কল্যাণীতে অসমের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচে ৬৬ রানের ইনিংস খেলেছেন অভিমন্যু। অযথা ঝুঁকি না নিলে আরও বাড়ত রানটা। তিনি নিজেও মানছেন সেকথা। বলছিলেন, "যেভাবে খেলছিলাম, এমনিই রান হচ্ছিল। শটটা না খেললেই পারতাম। একটা ভালো বলে আউট হলে ততটা গায়ে লাগে না। তবে ওই বলটা তেমন ছিল না। আমি আউট না হলে আরও কিছু রান করতে পারতাম। দলও হয়তো আরও একটু ভালো জায়গায় থাকত দিনের শেষে।" আর এই স্কোরে যে ফের জাতীয় দলে ঢোকার দাবিদার হওয়া যাবে না, তাও অজানা নয় তাঁর। বাংলা অধিনায়কের কথায়, "আমি এখন বাংলার জার্সিতে ভালো খেলতে চাই। ব্যাটার হিসাবে ভালো শুরু পেলে বড় রান করাটা গুরুত্বপূর্ণ। সেটা আজকে আমি করতে পারিনি।" তবে ভাগ্যের উপর কিছু ছাড়ছেন না অভিমন্যু। বরং নিজের পারফরম্যান্স ভালো করে ভাগ্যের লিখন বদল করাই লক্ষ্য তাঁর।

পিছিয়ে গেল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের সিরিজ

নয়াদিল্লি: দিনকয়েক আগেই মায়াবী রাতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট দল। তারপরে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের প্রথম অ্যাসাইমেন্ট ছিল বাংলাদেশ। পরের মাসেই পড়শি দেশের বিরুদ্ধে কলকাতা এবং কটকে সাদা বলের সিরিজে বাংলাদেশের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। তবে রিপোর্ট অনুযায়ী সেই সিরিজ বিসিসিআইয়ের তরফে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।আইসিসি ফিউচার্স ট্যুরস প্রোগামের অন্তর্গত এই সিরিজে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ান ডে এবং সমস্যংখক ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার কথা ছিল হরমনপ্রীতদের। তবে সেই সিরিজ আপাতত স্থগিত করা হচ্ছে বলেই খবর। পরিবর্তে সেই সময়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের জন্য অন্য প্রতিপক্ষ আয়োজনের চেষ্টা চরিত্র করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।এক বিসিসিআই সূত্র জানান, "আমরা ডিসেম্বরে এর পরিবর্তে অন্য সিরিজ আয়োজনের চেষ্টা করছি, তবে এই বিষয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের কথা যদি বলি, তাহলে সেই সিরিজ খেলার জন্য আমরা অনুমতি পাইনি।"যদিও হঠাৎ করে এই সিরিজ পিছিয়ে দেওয়ার কারণ সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বর্তমানে যে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে, তা এই সিরিজ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। গতকালই শেখ হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বাংলাদেশ আদালত। এরপর তাঁকে মৃত্যু দণ্ডের সাজা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই সিদ্ধান্ত দুই দেশের মধ্যেকার সম্পর্কে প্রভাব ফেলেছে বলেই অনুমান করা হচ্ছে।বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান হাসিনা আপাতত ভারতেই রয়েছেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভারতকে তাঁকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বলেছে। এরপরেই দুই দেশের মধ্যেকার দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সিরিজও পিছিয়ে গেল। এই সিরিজ পিছিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডর এক কর্তাও মেনে নিয়েছেন। তিনি জানান, "আমরা সিরিজ বাতিল হওয়ার বিষয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে একটি চিঠি পেয়েছি। আপাতত আমরা পরবর্তী দিনক্ষণ বা এর পিছনে কী কারণ রয়েছে, সেইসব জানার অপেক্ষায় রয়েছি।" এই প্রথম নয়, এই বছরই কিন্তু ভারত বনাম বাংলাদেশের পুরুষদের সিরিজও পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন আভ্যন্তরীণ অশান্ত পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই সেপ্টেম্বরে রোহিত, বিরাটদের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ পিছিয়ে দেওয়া হয়। এবার হরমনপ্রীতদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় দেখা গেল।

ত্রিপুরায় একাধিক এলাকায় জন্মসনদ নিয়ে হয়রানির অভিযোগ, প্রতিবাদে ২৬ নভেম্বর গণঅবস্থানের ডাক তৃণমূল কংগ্রেসের

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর: ত্রিপুরায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন এখনও এসআইআর ঘোষণা না করে নি। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জের জন্মসনদ সহ বিভিন্ন নথি চেয়ে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর ক্রমাগত হয়রানি করেছে বিজেপি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুললেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু সাহা। এরই প্রতিবাদে আগামী ২৬ নভেম্বর গণঅবস্থানের ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন শান্তনু সাহা বলেন, নির্বাচন কমিশন যখন কোনও নোটিশই দেয়নি, তখন সাধারণ মানুষকে কেন জন্মের কাগজ, ঠিকানার প্রমাণ, পরিচয়পত্র দেখাতে বলা হচ্ছে? এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আরও অভিযোগ করেন , এই ধরনের ঘটনায় প্রশাসনের কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই, ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কর্মীরা যেভাবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সেভাবে ত্রিপুরায়ও আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে যুব তৃণমূল আগামী ২৬ নভেম্বর সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে দুই ঘণ্টার গণ অবস্থান পালন করা হবে। তাঁর কথায়, কাগজপত্র নিয়ে অযথা হয়রানি বন্ধ, সংখ্যালঘু নিরাপত্তা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের সুরক্ষাসহ একাধিক ইস্যুতে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। তাঁর দাবি, সরকার এবং শাসক দল ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তারা সতর্ক করে দেয়, অতিসত্বর এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বিরোধী দল।

কংগ্রেস ভবনে ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন উদযাপন

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর: দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৮তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্য্যাদায় উদযাপন করল প্রদেশ কংগ্রেস। সোমবার সকালে কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায়। পাশাপাশি দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশিস কুমার সাহা।
এই উপলক্ষে কংগ্রেস নেতারা ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা জানান, দেশের সার্বিক উন্নয়ন, গণতন্ত্র রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এদিন তিনি আরও বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লৌহ মানবী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে সুনামের সহিত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন সংহতির প্রতিক। তাঁর আত্মবলিদান আজও দেশবাসীর স্মরণে রেখেছেন। দেশে সন্ত্রাস দমনে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা আজ প্রাসঙ্গিক।

বাজারে নেই জল ও শৌচালয়, বিপাকে খোয়াই চেবরী বাজারের ক্রেতা বিক্রেতারা

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর : চেবরী বাজারে পানীয় জল ও শৌচালয়ের চরম সংকট নিয়ে ক্রেতা—বিক্রেতা সহ সাধারণ মানুষের ভোগান্তি দিন দিন বাড়ছে। বাজারসংলগ্ন লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মিত শৌচালয়টি দীর্ঘদিন ধরে ভগ্নদশায় পড়ে থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। ফলে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকা শৌচালয়টি কার্যত অকেজো হয়ে পড়েছে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, বিধায়ক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন ও সুবিধা বৃদ্ধিতে নিরলস প্রচেষ্টা চালালেও রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বে থাকা পশ্চিম চেবরী গ্রাম পঞ্চায়েত ও বাজার কমিটির উদাসীনতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। চেবরী মৎস্য বাজার সংলগ্ন শৌচালয়টি বহুদিন ধরেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। বাথরুমের অভাবে বাজারে আসা ক্রেতা, যাত্রী ও ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্যরা জানান, বিষয়টি বহুবার পঞ্চায়েতের দৃষ্টিতে আনা হলেও এখনো কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে তারা প্রশাসনের কাছে এই জরাজীর্ণ শৌচালয়টি দ্রুত সংস্কার এবং বাজারে পানীয় জলের স্থায়ী সমাধানের দাবি জানাচ্ছেন।
স্থানীয় জনগণের আশা, প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেবে এবং চেবরী বাজারের এই নাজুক সমস্যা শীঘ্রই সমাধান হবে।

সাব্রুমে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরে কর্মসংস্কৃতির অবনতি, নির্ধারিত সময়ে অফিস না খোলার অভিযোগ

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর : সাব্রুম মহকুমায় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি নিয়ে ফের উঠল প্রশ্ন। অভিযোগ, নির্ধারিত সময়ে অফিস খোলা হয় না। বুধবার সকালেও দপ্তরের প্রধান ফটক দীর্ঘক্ষণ তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়।
স্থানীয়দের দাবি, সকাল ১০টার আগে অফিস খোলার কথা থাকলেও আজ ১০টা ৪০ মিনিটে এক গ্রুপ-ডি কর্মীকে এসে তালা খুলতে দেখা যায়। ঘটনার সময় সাধারণ মানুষ ও পরিষেবা-প্রার্থী কয়েকজনকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।
অফিস সময়ে এমন অনিয়ম নিয়ে দপ্তরের কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই বলেই অভিযোগ। বহুদিন ধরেই দপ্তরে কর্মীদের অনুপস্থিতি, দেরিতে আসা এবং দায়িত্ব পালনে উদাসীনতার অভিযোগ উঠছে।
স্থানীয়দের দাবি, দপ্তরের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে এবং সরকারি পরিষেবা পেতে মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। দ্রুত কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তারা।

কৈলাসহরের টিলাবাজারে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পরে এখনো অশান্ত পরিবেশ, ঘটনাস্থলে বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ নভেম্বর: টিলাবাজারে ঠিকাদারি কাজকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সন্ধ্যার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলেও পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। পুরো এলাকা এখনো আতঙ্কে মুড়ে আছে। বুধবার সন্ধ্যায় পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলি ঘুরে দেখেন এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ নেন। ব্যবসায়ীরা জানান, আকস্মিক হামলার সময় তাঁরা দোকানপাট ফেলে পালাতে বাধ্য হন। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তাঁরা প্রকাশ করেন গভীর অসন্তোষ। ঘটনার পর এতক্ষণে কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও বাজারে মানুষের ভিড় ছিল। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা আচমকা আক্রমণ চালায়। তাঁর অভিযোগ, "রাজ্যে এমন এক মাফিয়া-সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে যেখানে সরকারি দপ্তরকে দখলে রেখে দলীয় কর্মীরা টেন্ডার বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করছে। সোর্সমানির নামে ভয় দেখিয়ে ঠিকাদারি হাতছাড়া করানো হচ্ছে।"
তিনি আরও দাবি করেন যে, অনলাইন টেন্ডারের আড়ালে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করছে ভাড়াটে বাহিনী। "আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে; এ অবস্থা পরিবর্তন না হলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেই থাকবে"মন্তব্য তাঁর।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে বিরোধী দলনেতা জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

শিশুতীর্থ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিবির ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর: আগরতলার কলেজটিলা এলাকায় অবস্থিত শিশুতীর্থ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় আজ এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের রাজ্যভিত্তিক দ্বিতীয় পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর: প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের রাজ্যভিত্তিক দ্বিতীয় পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গোর্খাবস্তি প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কনফারেন্স হলে। উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস , দপ্তরের সচিব দীপাডি নায়ার ও দপ্তরের অধিকর্তা নীরজ কুমার চঞ্চল সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।
আজ প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রধান কার্য্যালয় গোর্খাবস্তি কনফারেন্স হবে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে ২০২৫- ২০২৬ সালের বিভিন্ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হয়। এদিন পর্যন্ত বৈঠকের আগে মন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান ২০২৫ -২০২৬ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের জন্য বাজেটে যে আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছে সেই বাজেটের কতটা এখনো পর্যন্ত খরচ করা সম্ভব হয়েছে এবং যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করতেই আজ এ বছরে দ্বিতীয় পর্যালোচনা বৈঠক আজ অনুষ্ঠিত হয়।
তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব প্রকল্প রয়েছে সেগুলির অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সঠিক সময়ে সঠিক প্রকল্পের কাজ শেষ করাই হলো এ ধরনের বৈঠকের মূল লক্ষ্য। এ পর্যালোচনা বৈঠক খুবই তাৎপর্য বলে উল্লেখ করার দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি বলেন যেসব প্রকল্পের কাজ সঠিক সময়ে শেষ করা যায়নি সেসব প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে।

রক্ষাকালী মাতা সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সন্ধ্যায় সূর্য্যমনিনগরস্থিত শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মাতা মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মাতা সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন। উৎসবের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে খুবই সমৃদ্ধ রাজ্য। সারা বছরই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এধরণের উৎসব বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষকে সম্মিলিত করে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল সব অংশের মানুষকে উৎসবে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। স্বামী শুভকারানন্দ মহারাজ, ভক্তি কমল বৃখু মহারাজ, অমরপুরের শান্তিকালী আশ্রমের মোহন্ত মহারাজ, ভক্তি কমল বৈষ্ণব মহারাজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিয়াক কেয়ারে যুগান্তকারী সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর : আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগ ত্রিপুরার কার্ডিয়াক চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরও একটি যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। গত ১৫ নভেম্বর ২০২৫ প্রথম পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সলুমিনাল সেপ্টাল মায়োকার্ডিয়াল অ্যাবলেশন (পিটিএসএমএ) সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি (এইচওসিএম) চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত একটি উন্নত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে এই চিকিৎসা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ৪৬ বছর বয়সী একজন রোগীর প্রথম পরীক্ষা করা হয়েছিল, যিনি দীর্ঘদিন ধরে তীব্র এইচওসিএম এবং বার বার বুকে ব্যথা হচ্ছিল, যার ফলে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। এইচওসিএম একটি জেনেটিক হৃদরোগ যার ফলে হৃদপিণ্ডের পেশী অস্বাভাবিক পুরু হয়, রক্ত প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং অ্যারিথমিয়া, হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা অথবা হঠাৎ হার্ট ফেলিউর সহ গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরনের রোগীদের জন্য এই পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি। পিটিএসএমএএর প্রয়োজন এমন রোগীদের প্রায়শই বহিরাজ্যের হাসপাতালে রেফার করতে হত, যার ফলে রোগী বা তাঁর পরিবারের অনেক আর্থিক এবং মানসিক বোঝার সম্মুখীন হতে হত। এই সফল পদ্ধতিটি ত্রিপুরার মধ্যেই উন্নত হৃদরোগ চিকিৎসার বিকল্পগুলি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পিটিএসএমএ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে হৃদপিণ্ডের পুরু অংশে রক্ত সরবরাহকারী একটি নির্দিষ্ট ধমনীতে অ্যালকোহল ইনজেকশন, বাধা হ্রাস এবং রক্তপ্রবাহ উন্নত করা। হাসপাতাল সূত্র অনুসারে, রোগী এই চিকিৎসায় অসাধারণভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং বর্তমানে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক দল এই সাফল্যকে রাজ্যের বাসীদের উন্নতমানের কার্ডিওভাসকুলার পরিষেবা প্রদানের পথে তাদের যাত্রায় একটি 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পিটিএসএমএ-এর সফল বাস্তবায়ন হাসপাতালটিকে পূর্ব ভারতের কয়েকটি কেন্দ্রের মধ্যে স্থান দিয়েছে যেখানে এই ধরনের জটিল হস্তক্ষেপমূলক কার্ডিওলজি কেস পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে। চিকিৎসকরা এইচওসিএম-এর প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং সময়মত চিকিৎসার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে সচেতনতার অভাবের কারণে অনেক রোগী রোগ নির্ণয় করা থেকে বঞ্চিত থাকেন।
স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো এবং বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণের অগ্রগতির কারণে এই ধরণের চিকিৎসাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এটি ত্রিপুরাবাসীদের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত, কারণ এই চিকিৎসা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ক্রমবর্ধমান চিকিৎসা দক্ষতাকে প্রতিফলিত করে এবং কার্ডিওলজি বিভাগের নিষ্ঠা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের জনগণ এখন নিজের শহরে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের এই অত্যাধুনিক হৃদরোগের চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন, যা রোগী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উভয়ের জন্যই একটি উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি।
এই সাফল্যের মাধ্যমে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে, যা জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য নতুন আশা এবং উন্নত জীবনযাত্রার মান উপহার দিয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে যারা রয়েছেন তারা হলেন ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী, সহকারী অধ্যাপক ও পরামর্শদাতা কার্ডিওলজিস্ট তথা কার্ডিওলজি বিভাগের ইনচার্জ হেড অব ডিপার্টমেন্ট, ডাঃ রাকেশ দাস, কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট, ডাঃ মান্না ভট্টাচার্য্য, জুনিয়র চিকিৎসক, ডাঃ অর্ঘ্য প্রতিম নাথ, ডাঃ অন্বেষা দেবনাথ, ডাঃ সুপ্রতিম আচারি্য, ডাঃ বুল্টি নমঃ দাস এবং ডাঃ অ্যাজেলা দেববর্মা, এছাড়াও ক্যাথল্যাব নার্স দেবব্রত দেবনাথ, প্রাণকৃষ্ণ। দেব, মানষ দত্ত ও তিতিক্ষা মজুমদার, ইকো টেকনিশিয়ান কিষাণ রায় এবং ক্যাথটেক সঞ্জয় ঘোষ। এই প্রক্রিয়াটি আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে।

সন্ত্রাস ও ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে থামানো যাবে না : বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর : সন্ত্রাস ও ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে থামানো যাবে নাএই বার্তাই পরিষ্কারভাবে জানালেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। টাকারজলা বিজেপি মণ্ডল কার্য্যালয়ে আকস্মিক হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বলেন, "ত্রিপুরায় শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্য নষ্ট করার যে কোনও চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না।"
জানা গেছে, বিজেপি মণ্ডল কার্য্যালয়ে তিপ্রা মথা আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা হঠাৎই চড়াও হয়। শুরু হয় ভাঙচুর। বিজেপির বিভিন্ন নেতার ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়, নষ্ট করা হয় আসবাবপত্রও। উত্তেজনা বাড়তে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। অভিযোগ, দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে কয়েকজন একটি মেয়েকে যৌন নিগ্রহের পরিকল্পনা করেছিল। তবে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর ফলে বড় কোনও বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
ঘটনার পর মণ্ডল কার্য্যালয়ে যান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিজেপি প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা-সহ রাজ্য বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা। মণ্ডল নেতৃত্বদের সঙ্গে কথা বলেন, ক্ষয়ক্ষতি দেখেন এবং পরে এসপি ও স্থানীয় থানার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার কথায়,
"বিজেপি সব জাতি—জনজাতির মানুষের মিলেমিশে থাকার পক্ষে। ত্রিপুরাকে উত্তেজনা ও বিদ্বেষের পথে ঠেলে দিতে চাইছে কিছু রাজনৈতিক শক্তির আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা। এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেই হবে।"বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেছেএ ধরনের হামলা পরিকল্পিত এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হবে। টাকারজলা জুড়ে বর্তমানে চাপা উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা।

নেশাবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি প্রাচ্য ভারতী বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর: নেশার করাল গ্রাস থেকে ছাত্রছাত্রীদের দূরে রাখতে আবারও উদ্যোগী ভূমিকা নিল পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। বুধবার প্রাচ্য ভারতী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় নেশা বিরোধী সচেতনতা বিষয়ক এক বিশেষ আলোচনা সভা।

এমবিবি কলেজ রোডে ইন্দিরা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী পালন

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর : যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ৯ বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এমবিবি কলেজ রোডে পালিত হয়েছে দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী। সকালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর অবদান স্মরণ করা হয়।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৯ বনমালীপুরের বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায় সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং কর্মীরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায় বলেন, ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী গান্ধী ছিলেন ভারতের প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী। একজন সাহসী, দূরদর্শী ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে তিনি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন।
তিনি আরও বলেন, ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের আলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের নেতৃত্ব দেন তিনি। তাঁর সুদক্ষ কূটনীতি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারপর তিনি গরিবি হটাও" স্লোগানের মাধ্যমে দারিদ্র্য কমাতে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রকল্প গ্রহণ করেন। ব্যাংক ও বীমা সংস্থাগুলো জাতীয়করণ করেন। তাতে দেশের খাদ্য উৎপাদনে বিপ্লব আনতে সবুজ বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

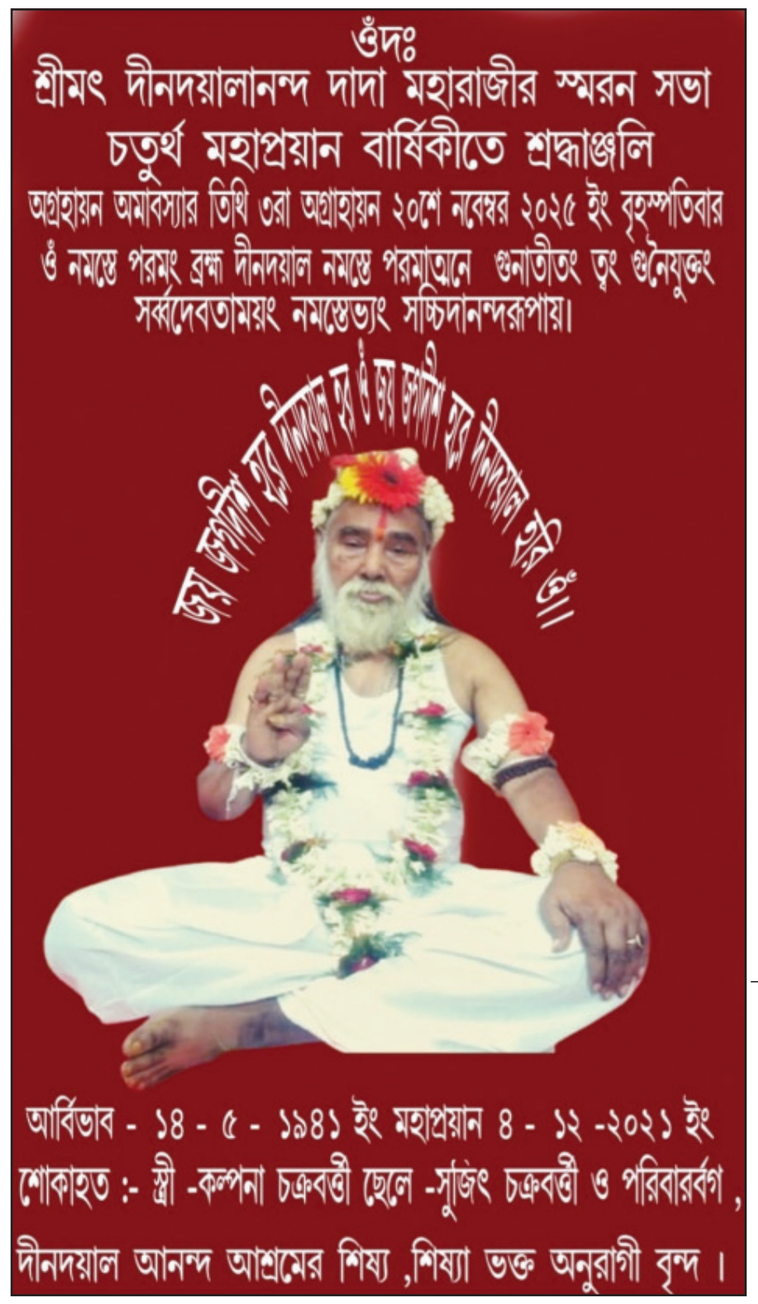

প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতিতে সাফল্যের মুখ দেখলেন কৃষক বিশ্বজিৎ নট্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ নভেম্বর: ত্রিপুরার চাম্পামুড়া গ্রামে প্রাকৃতিক কৃষির সাফল্য ত্রিপুরার গ্রামীণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক কৃষি (প্রাকৃতিক চাষ) একটি নতুন আশার আলো হয়ে উঠেছে। এই কৃষি পদ্ধতি, যা রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই কৃষিকাজের উপর জোর দেয়, কৃষকদের জন্য কম খরচে উচ্চ ফলন এবং টেকসই কৃষির পথ দেখিয়েছে। সিপাহিজলা জেলার কয়েকটি গ্রামে, এই পদ্ধতি গ্রহণ করা কৃষকরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করছেন। এই প্রতিবেদনে আমরা এমন একটি গ্রামের গল্প তুলে ধরব, যেখানে প্রাকৃতিক কৃষি কৃষকদের জীবন বদলে দিচ্ছে, তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব এনে দিয়েছে।
প্রাকৃতিক কৃষি কী? প্রাকৃতিক কৃষি হল এমন একটি কৃষি পদ্ধতি, যেখানে কৃষকরা কোনো বাহ্যিক রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার না করে স্থানীয় সম্পদ, যেমন গোবর, গোমূত্র, এবং জৈব পদার্থ ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করেন। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল কৃষির খরচ শূন্যের কাছাকাছি রাখা এবং মাটির উর্বরতা বজায় রাখা। আমাদের রাজ্যে যুগ যুগ ধরে আমাদের জনজাতি কৃষক ভাই বোনরা প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতিতে চাষ করে আসছেন। এখন আধুনিক প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণকারী কৃষকরা দেখিয়েছেন যে, সঠিক পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটি কৃষির জন্য একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ হতে পারে ত্রিপুরার প্রাকৃতিক কৃষি-এর সাফল্যের গল্প সিপাহীজলা জেলার একটি ছোট গ্রাম, চাম্পামুড়া, কৃষকরা প্রাকৃতিক কৃষি গ্রহণ করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছেন।
এই গ্রামের কৃষক বিশ্বজিৎ নট্ট , মানিক লস্কর তার ১ কানি জমিতে প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু করেন ২০২৫ সালে কৃষি বিভাগের অধীনে। তিনি , গোবর , গোমূত্র ও জীবামৃত , জৈব কীটনাশক তৈরি করে তার ধান এবং বিভিন্ন শাকসবজির চাষ শুরু করেন। প্রথম সাত মাসের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেন যে তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas